নেতানিয়াহুকে হিটলারের সাথে তুলনা করলেন এরদোগান

সারে-জমিন

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

চিনের অর্থনৈতিক ইঞ্জিনের জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে

সম্পাদকীয়

টয়লেটে প্রবেশের আগে ও পরে ইসলামের নির্দেশনা

দাওয়াত

এলগারের সেঞ্চুরিতে ভারতকে পেছনে ফেলে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩
১১ পৌষ ১৪৩০
১৪ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 350 ■ Daily APONZONE ■ 28 December 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি হলেন রাজীব কুমার। বৃহস্পতিবার নতুন দায়িত্বভার নিচ্ছেন তিনি। বুধবারই বর্তমান ডিজি মনোজ মালব্য অবসর নেন। এদিকে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যসচিব হতে চলেছেন ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। তাঁর নামেই ছাড়পত্র দেয় রাজ্য মন্ত্রিসভা।রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যের মেয়াদও শেষ হয় বুধবার। সেই পদে একাধিক নাম নিয়ে জল্পনা চলছিল। সূত্রের খবর, এই পদের জন্য রাজীব কুমার , রাজেশ কুমার ও সঞ্জয় মুখার্জির মধ্যে জোর লড়াই চলছিল। তবে নবান্ন সূত্রে খবর, লড়াইয়ে এগিয়ে ছিলেন রাজীব কুমার। কারণ তাঁর মতো দক্ষ ও অভিজ্ঞ পুলিশ কর্তা আর রাজ্য প্রশাসনে নেই বলেই দাবি। রাজীব কুমারের এই 'প্রত্যাবর্তন' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এতদিন তিনি তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। এর আগে তিনি বিধান নগর পুলিশ কমিশনার কমিশনার এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার পদে ছিলেন। এদিকে চলতি মাসেই মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার পরই সেই পদে আসছেন বি পি গোপালিকা। এতদিন স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ফলে পরবর্তী স্বরাষ্ট্র সচিব পদে কে বসবেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। একাধিক অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্তার নাম নিয়ে চলছে জল্পনা। উল্লেখ্য, কেন্দ্র প্রাক্তন মুখ্যসচিব পদে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়াদ বৃদ্ধি না করায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে মুখ্যসচিব পদে এনেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার প্রাণিসম্পদ বিকাশ ও প্রশাসন কর্মিবর্গ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব বি পি গোপালিকাকে স্বরাষ্ট্রসচিব পদে বসিয়েছিলেন। এবার স্বরাষ্ট্রসচিব পদে কে বসবেন তা নিয়ে জল্পনা এখন তুঙ্গে।

এমফিল আর স্বীকৃত ডিগ্রি নয়: ইউজিসি

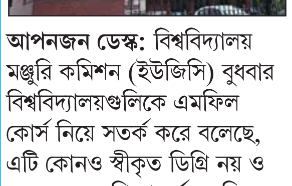

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এমফিল কোর্স নিয়ে সতর্ক করে বলেছে, এটি কোনও স্বীকৃত ডিগ্রি নয় ও ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তি বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলেছে কমিশন। ভর্তি না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের সতর্ক করেছে। ইউজিসির নজরে এসেছে যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল প্রোগ্রামের জন্য নতুন করে আবেদন আহ্বান করছে। এ ক্ষেত্রে এমফিল ডিগ্রি যে স্বীকৃত ডিগ্রি নয়, তা নজরে আনতে হবে। ইউজিসি সচিব মণীশ জোশী বলেন, ইউজিসি (পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের জন্য ন্যূনতম মান ও পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২২-এর রেগুলেশন নং ১৪-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও এমফিল প্রোগ্রাম সরবরাহ করবে না।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় 'ভারত জোড়ো' যাত্রা শুরু ১৪ জানুয়ারি

এবার হচ্ছে 'ভারত ন্যায় যাত্রা', শুরু হিংসাপ্রবণ মণিপুর থেকে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেসের দ্বিতীয় ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু হবে আগামী ১৪ জানুয়ারি। জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে এই যাত্রা শুরু হবে। শেষ হবে মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বাইয়ে। এবারের যাত্রার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারত ন্যায় যাত্রা'। ১৪টি রাজ্যে ৬ হাজার ২০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ৯ সপ্তাহ পর ২০ মার্চ এই যাত্রা শেষ হবে। যাত্রা শুরু করবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল বুধবার এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, প্রথম দফার যাত্রা হয়েছিল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। নাম ছিল 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। এবারের যাত্রার নাম 'ভারত ন্যায় যাত্রা'। কে সি বেনুগোপাল বলেন, মণিপুরের জনগণের অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশায় সবাই উদ্বিগ্ন। সেই কারণে এই রাজ্য থেকেই যাত্রা শুরুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। মণিপুর থেকে নাগাল্যান্ড, আসাম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাট হয়ে শেষ হবে মহারাষ্ট্রে। যাত্রীরা পাড়ি দেবেন এই ১৪ রাজ্যের ৮৫টি জেলা।

ভারত জোড়ো যাত্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হেঁটেছিলেন রাহুল গান্ধী। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পর্যন্ত এই যাত্রা হয়েছিল। ১২টি রাজ্য ও ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ৪ হাজার ২০০ কিলোমিটার পথ পদব্রজে অতিক্রম করেন রাহুল ও তাঁর সঙ্গীরা। বারেও যাত্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধী হাঁটবেন। সঙ্গী হওয়ার কথা তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর। তবে এবারের 'ন্যায় যাত্রা' শুধু পদব্রজে হবে না। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণ এবং লোকসভার নির্বাচন ঘাড়ের ওপর বলে যাত্রা পথের কোনো কোনো ক্ষেত্রে যানবাহন ব্যবহার করা হবে। প্রথম ভারত জোড়ো যাত্রা ছিল প্রায় পাঁচ মাস। দ্বিতীয় যাত্রা দুই মাস এক সপ্তাহ চলবে বলে প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছে।

ভারত ন্যায় যাত্রার সময় নির্ধারণ হয়েছে ভাবনাচিন্তা করে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় অসমাপ্ত রাম মন্দির উদ্বোধনের ঠিক এক সপ্তাহ আগে হবে এই যাত্রা। মন্দির তৈরির কাজ শেষ না হলেও ভোটের আগে তা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বিজেপি দেশজুড়ে যে হাওয়া তুলতে চাইছে, তা কিছুটা প্রশমিত করে কংগ্রেসকে চাঙ্গা করাই এই যাত্রার লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। মন্দির উদ্বোধনে কংগ্রেসের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী ও লোকসভার বিরোধী নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদিও তাঁরা উপস্থিত থাকবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি।

বিজেপি যথারীতি এই কর্মসূচির সমালোচনা করেছে। দলের মুখপাত্র নলীন কোহলি বলেছেন, কংগ্রেসের দ্বিচারিতার জন্য দেশের মানুষ ভারত জোড়ো যাত্রাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। স্রেফ স্লোগান দিয়ে মানুষকে বোকা বানানো যায় না। দেশবাসীকে সব দিক থেকে প্রকৃত ন্যায় দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

উত্তরাখণ্ড সংস্কৃত, বেদ, যোগা শেখানো হবে সরকারি মাদ্রাসাগুলিতে

আপনজন ডেস্ক: এখন উত্তরাখণ্ডে মাদ্রাসার আধুনিকীকরণেরকাজও চলছে। উত্তরাখণ্ড ওয়াকফ বোর্ড উত্তরাখণ্ডের মাদ্রাসায় দেওয়া শিক্ষায় মৌলিক পরিবর্তন এনে গোটা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা বলছে। উত্তরাখণ্ড ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শাদাব শামস বলেছেন, এখন আবদুল কালাম মাদ্রাসার আদলে মাদ্রাসাগুলিকে আধুনিক করা হবে। সকল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাবের পাশাপাশি লাইব্রেরিও স্থাপন করা হবে। এছাড়া বোরকার শর্তও রহিত করা হবে। তিনি আরও বলেন,মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশে, উত্তরাখণ্ডের মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে ১০০ শতাংশ পরিবর্তন আনা হবে এবং আধুনিক পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। রাজ্যের ৪১৫ টি মাদ্রাসার মধ্যে ১১৭ টি মাদ্রাসা ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে। মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত সব মাদ্রাসার আধুনিকীকরণ করতে উর্দু আরবি শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত, বেদ ও যোগ শেখানো হবে।

ডোমদের নাম বদলে 'সৎকার কর্মী' তকমা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

আপনজন ডেস্ক: সৎকারে নিয়োজিত ডোমেদের নাম পরিবর্তন করলেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তাদের নাম মুখ্যমন্ত্রী দেন সৎকার কর্মী। ক্যাবিনেট এই নাম অনুমোদন করে। ক্যাবিনেট বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, নতুন করে কলকাতা পৌরসভার অধীনে রাজ্য সরকার ৯ জন সৎকার কর্মীকে নিয়োগ করতে চলেছে। ক্যাবিনেটে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন পেয়েছে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর ডোমেদের নতুন নামকরণকে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। এখন থেকে তাদের 'সৎকার কর্মী' বলে চিহ্নিত করা হবে। এর পাশাপাশি পঞ্চায়েতে কর্মীদের ওয়ার্ক রিভিউ ও একই জেলায় পোস্টিং প্রথা তুলে দিয়ে বদলির বিষয়টিতেও সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে ক্যাবিনেট। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে শুভেচ্ছা সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিকিৎসক কর্মী ও টেকনিশিয়ান কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি তো সবুজ সংকেত দিয়েছে মন্ত্রিসভা। হোমিওপ্যাথি মেডিকেল অফিসার পদ বৃদ্ধি ঘটানো বিষয়ও মিলেছে অনুমোদন ক্যাবিনেটে বলে জানান রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। ক্যাবিনেটের এই বৈঠকে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য সচিব হিসেবে বি পি গোপালিকার নাম ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিসভা তাতে অনুমোদন দেয়। একইসঙ্গে রাজ্যের পরবর্তী ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে রাজীব কুমারের নাম ঘোষণা করা হয়। বর্তমান ডিজি মনোজ মাল্যবকে রাজ্য পুলিশের পরামর্শদাতা হিসেবে আগামী তিন বছরের জন্য নিয়োগ করার বিষয়টিও ক্যাবিনেটে অনুমোদন পায়।

দিল্লিতে ৩৫০ বছরের পুরনো গোল্ডেন বাগ মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র চলছে: পার্সোনাল ল বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নয়াদিল্লির রফি মার্গে ৩৫০ বছরের পুরনো গোল্ডেন বাগ মসজিদকে 'শহীদ' করার যে কোনও ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র ড. সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস এক বিবৃতিতে বলেছেন, গোল্ডেনবাগ মসজিদের শাহাদাতের বিষয়ে জনগণের কাছ থেকে আপত্তি পাওয়ার অভিযোগ তুলে নয়া দিল্লি পুর নিগম একটি অস্পষ্ট নোটিশ জারি করেছে। নোটিশে দাবি করা হয়েছে যে দিল্লি ট্র্যাফিক কমিশনার মসজিদের চারপাশে যান চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে তাই এনডিএমসিকে মসজিদটি সরানোর দাবি জানিয়েছে। এনডিএমসি মসজিদটিতে একটি যৌথ পরিদর্শনের পর বিষয়টি একটি ধর্মীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করে। এখন বলা হচ্ছে, তথাকথিত ধর্মীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে বলেছে মসজিদ ভেঙে ফেলা যেতে পারে। এ বিষয়ে কিউ আর ইলিয়াস বলেন, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এটা স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে যে গোল্ডেন বাগ মসজিদ কেবল একটি প্রাচীন মসজিদই নয়, উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিত করা ১২৩ টি ওয়াকফ জমির মধ্যে একটি। একইভাবে, এই মসজিদটি হেরিটেজ প্রপার্টিজের গ্রেড-৩ এর অন্তর্ভুক্ত, যা হেরিটেজ সংরক্ষণ কমিটি নির্দেশ দিয়েছে যে এই বিল্ডিংগুলি সামাজিক এবং স্থাপত্য এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অতএব, তাদের ধ্বংসও সেই অর্থে ভুল।

ইলিয়াসের অভিযোগ, মসজিদটি শহীদ করার অজুহাত হিসাবে ট্র্যাফিক সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। এর আগে এই মসজিদ ভাঙার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং আদালত এটি স্থগিত করে আশ্বাস দিয়েছিল যে এটি ভেঙে ফেলা হবে না। তার পর প্রায় এক দশক পরেই মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এনডিএমসি যদি আদালতের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় তবে তারাও আদালত অবমাননার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডও এটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করে যে, মুসলিমরা ভারতীয় মসজিদ ধ্বংস সহ্য করবে না। মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং আল্লাহর ওয়াকফ। সরানো যায় না, এটা কেনা-বেচাও করা যায় না। অতএব, এনডিএমসির অবিলম্বে তার ঘৃণ্য পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং দেশের রাজধানীতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে কয়েকটি ধর্মীয় সংগঠন ও ন্যায়বিচারকামী ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের লিগ্যাল কমিটি এ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করতে পারে।

আমরা মনে করি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার যে তাদের অবিলম্বে মসজিদ, মন্দির, গুরুদুয়ারা এবং অন্যান্য উপাসনালয় ধ্বংস করার অভিপ্রায় থেকে বিরত থাকা উচিত এবং দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও খারাপ করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

অন্যদিকে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের অ্যাডভোকেট ফিরোজ ইকবাল খান সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, সাথে ফোনে কথা বলেছেন, দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড গোল্ডেন বাগ মসজিদ মামলায় আদালতে খুব ভালভাবে লড়াই করা হবে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আদালতের ছুটিতে বিজ্ঞাপনের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছে তার বিষয়ে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের সিইও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তবে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। শীঘ্রই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মারসি অ্যাকাডেমি
(মিশন)
Under The Management of Mercy Educational And Welfare Trust
ইসলামী ভাবাদর্শে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৩৪ নং জাতীয় সড়ক, দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়
পেট্রোল পাম্পের সামনে, কালীগঞ্জ, নদিয়া

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নার্সারী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত
হিফজ বিভাগ
বালক-বালিকা পৃথক ব্যবস্থা (আবাসিক, মহিলা হাফিজা দ্বারা মেয়েদের কুরআন হিফজ করানো হয়)
তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক (বালক)

ভর্তি চলছে

নার্সারী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অনাবাসিক (বালক/বালিকা) বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি প্রাধান্য

Tarbiyah Cambridge International School
An English Medium School (CBSE Curricullam) with Arabic
ADMISSION OPEN-2024
পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পঠন-পাঠনের সঙ্গে আরবী, হিফজ, হিন্দি এবং সিবিএসই কারিকুলাম
২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা নজরদারি
এলইডি টিভি এবং প্রজেক্টর
স্পোকেন ইংলিশ ও অ্যারাবিক
Play Group to Class II

আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা চাই
বিষয়: আরবী, ইংরেজি এবং অভিজ্ঞ কুরআনে হাফিজ/হাফিজা। এছাড়াও ইসলামিক আদের্শে একজন অফিস ইনচার্জ ও গেটম্যান প্রয়োজন।
বিস্তারিত জানতে কথা বলুন:
৭৮১১৮৫৩০৬৯

Office: 7811853069 Contact: 9093969444

প্রথম নজর

চির বিদায় 'রাহিলা' সম্পাদক আবদুর রব খানের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কবি ও সাহিত্যিক তথা 'রাহিলা' পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রব খান ইন্তেকাল করলেন মঙ্গলবার। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।) এ ব্যাপারে মরহুম আবদুর রব খানের অগ্রজ আবদুর রফিক খান জানিয়েছেন, তার চোট ভাই ছোট ভাই কবি আবদুর রব খান মঙ্গলবার সকাল ৮ ঘটিকায় কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু লাভ করেন। মরহুম আবদুর রব কানের নামাজ এ জানাজা বুধবার জোহর বাদ শ্যামনগর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এবং কবরস্থ করা তার পারিবারিক কবরস্থানে। আবদুর রব খানের জন্ম ১৯৪৯ সালের ২৩ জুলাই মুর্শিদাবাদের সালার থানা এলাকার সরমস্তপুর গ্রামে। যদিও তিনি কর্মসূত্রের কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের পোলেরহাটে বসবাস করতেন। তিনি একসময় 'কাফেলা' সম্পাদক আবদুল আজিজ আল আমানের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন। 'কাফোলা', কলম, নতুন গতি, আপনজ সহ নানা পত্রপতিকার তার বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তার তিনি আবদুর রব খান পদক্ষেপ, তোমাকে পাবার জন্য, আকাশ মাটির কাছাকাছি, অবশেষে প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সহ ২০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দুই প্রান্ত, ফিরে এলাম, বাবলার ফুল, লড়াই, তিস্তার ঢেউ, জীবন মানে আমি, শিশু সওগাত, ছোটদের ছোট গল্প। এছাড়াও লিছেছেন সহজ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনানীতি নব ব্যাকরণ, সকালবেলার পাখি, Blooming Bud, কাশ্মীর থেকে ফিরে এলাম, মুক্তির সংগ্রামে ভারত, কংগ্রেসকে ভোট দিন, Two Poets, চেয়ে থাকি, দুরন্ত সকাল, পাথর কুচি, মিষ্টি মুখ, চিন্তা চেতনা ১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থ। তার মৃত্যতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সংখ্যালঘু কবি সমাজে।

অবৈধ পার্কিং ফি হাওড়ায়!

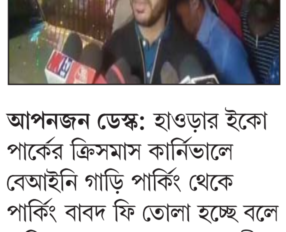

আপনজন ডেস্ক: হাওড়ার ইকো পার্কের ক্রিসমাস কার্নিভালে বেআইনি গাড়ি পার্কিং থেকে পার্কিং বাবদ ফি তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। অভিযোগ, বুধবার সন্ধ্যায় আচমকাই কার্নিভালে হাজির হন মনোজ। যাদের বিরুদ্ধে পার্কিং বাবদ তোলা আদায়ের অভিযোগ উঠেছিল তাদের আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৩ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ৩ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগরে আসন্ন মেলার প্রস্তুতি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। ঐদিন গঙ্গাসাগরে রাত্রি বাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী । পরের দিন অর্থাৎ ৪ঠা জানুয়ারি, গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে জয়নগরে জন প্রকল্প অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। দুপুর বারোটা থেকে একটা সেখানকার জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হবে,নানা ধরনের সাহায্যকারী অনুদান ।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার মানুষের জনহিতকর বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।
জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জয়নগরের থেকে উন্নয়নের স্বার্থে বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর সেখান থেকে তিনি কলকাতায় ফিরে আসবেন। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে গঙ্গাসাগর মেলা। বিগত দু - বছর করোনাকালের পর এবছর লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসমাগম ঘটবে গঙ্গাসাগরে। ইতিমধ্যেই সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে মেলা প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। গঙ্গাসাগরের মেলার প্রস্তুতি নিয়ে একাধিক প্রশাসনিক বৈঠক হয়েছে। এবার মুখ্যমন্ত্রী নিজে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে সেখানে প্রস্তুতিতে কোন খামতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন। শুধু তাই নয় মেলা সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দেশ প্রশাসনিক কর্তাদের দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।
নিরাপত্তার দিক কতটা মজবুত সেটাও যাচাই করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সাগরে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্নান পর্ব যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য কি কি ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং করার প্রয়োজন আছে সবটাই গঙ্গাসাগর চত্বর পরিদর্শন করে সরজমিনে দেখে নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন সেখানে কোন মন্ত্রীর কোথায় দেখভালের দায়িত্ব থাকবে তাও তিনি গঙ্গাসাগর পরিদর্শন গিয়ে ঠিক করবেন। বুধবার গঙ্গাসাগর মেলায় অপ্রয়োজনে যাতে ভিআইপিরা পাইলট কার ব্যবহার না করে তার জন্য আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বিক্ষোভ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির খয়রাশোল ব্লক কমিটির ডাকে বুধবার বীরভূমের খয়রাশোল ব্লক এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা তাদের বেতন বৃদ্ধি সহ পাঁচ দফা দাবি দাওয়া নিয়ে ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি প্রদান করলেন।
ইতিপূর্বে তাদের দাবির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে স্থানীয় এলাকায় মিছিল বের করা হয়।এদিন অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে তাদের মূলত দাবি হিসেবে উঠে আসে যে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের অন্যান্য উন্নত রাজ্যের নেই অনারিয়াম ও এডিশনাল অনারিয়াম বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মীদের মাসিক একুশ হাজার ও সহায়িকাদের ১৮০০০ টাকা বেতন বরাদ্দ করা।রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদের সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে যে পদোন্নতির সুযোগযোগ আছে, সেই নিয়ম অনুযায়ী সহায়িকাদের শুধুমাত্র সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদে পদোন্নতি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আদেশ নামা এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৫০ শতাংশ সুপারভাইজার শূন্যপদে যোগ্য অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের পদোন্নতি দিতে হবে। পোসন অ্যাপসের কাজের জন্য স্মার্টফোন, ইনসেন্টিভ ও রিচার্জ খরচ দিতে হবে। খয়রাসোল ব্লক সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক তন্ময় সাহার অনুপস্থিতিতে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন খয়রাসোল ব্লক আইসিডিএস সুপার ভাইজার প্রতিমা আচার্য। আজকের অবস্থান বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি দেওয়ার কারণসমূহ এক সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত জানান বিক্ষোভ কর্মসূচির অস্থায়ী সভাপতি তথা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বর্নালী গঁড়াই। অপরদিকে আইসিডিএস সুপার ভাইজার প্রতিমা আচার্য স্মারকলিপির ব্যাপারে বলেন কর্মীরা তাদের দাবির প্রেক্ষিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গুলি করে সুন্দরবনের বাঘ মারা বাবার স্মৃতি নিয়ে পুত্রশোক ভুলে বাঁচার লড়াই প্রফুল্লর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● সুন্দরবন

আপনজন: প্রত্যন্ত সুন্দরবন। বয়ে চলেছে দত্তপশুর নদী। নদীর একতীরে ঘন জঙ্গল,সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের আস্তানা। অপর দিকে রয়েছে লোক বসতি গ্রামাঞ্চল। এলাকায় রয়েছে রজতজুবিলির ১৩ নম্বর অ্যানপুর গ্রাম। সেখানকার জমিদার পরেশ মন্ডল। এদিকে সুন্দরবনের গোড়াপত্তনকারী স্যার ডেনিয়্যালল হ্যামিলটন সাহেব সুন্দরবনের মানুষের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন। যার ফলে সুন্দরবনের গোসাবার বিভিন্ন এলাকার জমিদারদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে।সালটা বাংলা ১৩৫৩। আজ থেকে প্রায় ৭৭ বছর আগে।শীতের মরশুম। মাঠের মধ্যে সোনালী ধানে ভরপুর। আচমকা দত্তপশুর নদী সাঁতরে ১৩ নম্বর অ্যানপুর গ্রামে ঢুকে পড়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। খবর চাউর হতেই গ্রামের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যায়।ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে গ্রামের মানুষ। বাঘের হাত থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ পাবেন সেই চিন্তায় গ্রামের মোড়ল মাতব্বর সহ সমস্ত গ্রামবাসীদের খাওয়া-দাওয়া সহ রাতে ঘুম উবে যায়।ঘটনার কিছুদিন আগেই গ্রামের জমিদার পরেশ মন্ডল একটি বন্দুক কিনেছিলেন জঙ্গলে হরিণ শিকার করার জন্য। গ্রামের সমস্ত মানুষজন পরেশ মন্ডলের বাড়িতে হাজীর হলেন।গ্রামবাসীরা দাবী করলেন যেনতেন প্রকারে বাঘের হাত থেকে গ্রাম কে রক্ষা করতে হবে।বাঘের কবল থেকে গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা করার জন্য পরেশ মন্ডলের নেতৃত্বে সুরেন্দ্র নাথ মন্ডল, গণেশ চন্দ্র সরকার, অশ্বিনী কুমার মন্ডল, ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডল, ক্ষেত্রমোহন সরকার, অশ্বিনী কুমার সরকার,দুর্গা মন্ডলদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। বন্দুক আর ৭ সঙ্গীকে নিয়ে বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়েন। মাঠের ধানক্ষেতে শুরু হয় বাঘে মানুষের লুকোচুরি খেলা। এমন ভাবে কয়েকদিন চলার পর ধানক্ষেতের মধ্যে বাঘ কে সামনে পেয়ে যায় পরেশ মন্ডল ও তাঁর দলবল। ব্যাস,আর এক মুহূর্ত দেরী না করে বন্দুক তাক করে পর পর তিনটি গুলি চালিয়ে দেন বাঘের শরীরে। কুপোকাৎ হয়ে পড়ে জঙ্গলের মহারাজ বাঘ মামা। বন্দুকের গুলিতে বাঘ মারা পড়েছে জানতে পেরে গ্রামের লোকজন ভিড় জমায় বাঘ দেখার জন্য। আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরা। ধন্য ধন্য রব ওঠে পরেশ মন্ডল ও তাঁর সঙ্গীদের নামে। বাঘ মারার পর মৃত বাঘ নিয়ে সোজা হাজীর হন স্যার ডেনিয়্যাল হ্যামিলটন সাহেবের অফিসে। সেখানে মৃত বাঘকে সামনে রেখে স্যার ডেনিয়্যাল হ্যামিলটন সাহেবকে পাশে নিয়ে একের পর এক ছবি তোলেন পরেশ ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। তৎকালীন সময়ে এমন বীরত্বের জন্য পরেশকে পাঁচ বিঘা জমি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন হ্যামিলটন সাহেব। যা সুন্দরবনের বুকে এক বিরল ইতিহাস।
বাঘ শিকার দলের অন্যতম সদস্য সুরেন্দ্র নাথ মন্ডলের বড় ছেলে প্রফুল্ল মন্ডল। প্রফুল্ল তৎকালীন সময়ে অষ্টম শ্রেণী পাশ করেছিলেন। বাংলা বিষয়ের থেকে ইংরাজী বিষয়ে বেশ দক্ষতা অর্জন করলেও সরকারি ভাবে কোন কাজ না পেয়ে বাবার দেখানো পথ অবলম্বন করেন। প্রফুল্ল মন্ডলও একজন শিকারী হয়ে ওঠেন। সুন্দরবনের জঙ্গলে বেশ কয়েক বার বাঘের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে বাঘ শিকার করতে না পারলেও বাঘকে তাড়িয়ে গভীর জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়েছেন প্রফুল্ল। ৮৩ বছরের বৃদ্ধ প্রফুল্লর তিন সন্তান প্রবীর, প্রশান্ত,প্রণব। বিভিন্ন রোগে তিনজনই অকালে মারা গিয়েছে। বর্তমানে প্রফুল্ল, স্ত্রী বিশাখা, পুত্রবধু রুপা ও এক নাতিকে নিয়ে সংসার। পুত্রশোকে জর্জরিত প্রফুল্ল বাবার সেই স্মৃতিবিজড়িত ঘটনার ছবি বুকে করে আগলে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।
প্রফুল্ল'র কথায়, "বাবা ও তাঁর সঙ্গীরা বাঘ মেরে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, পুরস্কার জুটেছিল। সেটা ছিল খুব আনন্দের।আমিও একজন দক্ষ শিকারী হতে চেয়েছিলাম। সেটা সম্ভব হয়নি। এরই মাঝে অকালে তিন সন্তানকে হারিয়েছি। দুঃখ শোকে পাথর হয়েগিয়েছি। মাঝে মধ্যে সেই দুঃখ যন্ত্রণা ভুলতে বাবার স্মৃতি আঁকড়ে রেখেছি।"
অন্যদিকে সুন্দরবনের এই ১৩ নম্বর অ্যানপুরের পাথরপাড়া থেকে অবিরাম বয়ে চলেছে দত্তপশুর নদী। ঠিক তেমনই ভাবে বাবার কৃতিত্বের ছবি বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পুত্রশোকের কথা ভুলতে চাইছেন প্রফুল্ল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রেন থেকে ৯৮টি জীবিত কচ্ছপ উদ্ধার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ট্রেন থেকে উদ্ধার জীবিত কচ্ছপ। বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে ডাউন চম্বল এক্সপ্রেস থেকে বুধবার সকাল নাগাদ আরপিএফ আটানব্বইটি জীবিত কচ্ছপ উদ্ধার করেছে। জানা গেছে কচ্ছপ গুলোকে পাচারের উদ্দেশ্যে তিনটি পিঠ ব্যাগ ও একটি নাইলনের ব্যাগে ভরে ট্রেনের সিটের নিচে রেখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বুধবার সকালে আরপিএফ এর কর্তব্যরত অফিসারেরা ট্রেনের জেনারেল বগিতে চেকিং করার সময় সিটের নিচে রাখা ব্যাগ গুলো দেখতে পায়। যদিও ব্যাগ গুলোর কোনো দাবিদার পাওয়া যায়নি বলেই আরপিএফ সূত্র মারফত জানা যায়। যেহেতু কচ্ছপগুলো জীবিত অবস্থায় ছিল তাই বন্য প্রাণ সংরক্ষণ আইন মেনে বর্ধমান বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসারকে বিষয়টি জানায় রেল পুলিশ। পরে বন দপ্তর থেকে অফিসারেরা পৌঁছে উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ গুলোকে আপাতত পর্যবেক্ষণে রমনা বাগানেই রাখা হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একাধিক থানায় ওসি রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচনে দামামা বাজবে। তার আগেই জেলায় পুলিশের একাধিক এস আই পদমর্যাদার অফিসারদের করা হল বদলি। পূর্ব মেদিনীপুরে পুলিশি রদবদল নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।
উল্লেখ্য,এখনও লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি। কিন্তু, রীতিমতো তপ্ত প্রচার ময়দান। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে। তৃণমূল, বিজেপি থেকে শুরু করে বাম-কংগ্রেস প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নিজের মতো করে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে জোর বাড়াচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশে কোন কোন ক্ষেত্রে করা হল বদল? এস আই নাড়ুগোপাল বিশ্বাস ভগবানপুর থানার অফিসার ইনচার্জ পদে ছিলেন। এই নতুন রদবদলের নির্দেশ আসার পর তিনি যাচ্ছেন মহিষাদল থানার ইনচার্জ হিসেবে। অন্যদিকে, এস আই পার্থপ্রতীম মাইতি কাঁথি থানায় ছিলেন। তিনি যাচ্ছেন ডিআইবিতে।এস আই প্রলয়কুমার চন্দ্র ছিলেন মহিষাদল থানার ইনচার্জ। তিনি দায়িত্ব পেলেন মারিশদানার ইনচার্জ হিসাবে।এল এস আই প্রতিমা সাহু হলদিয়া মহিলা থানার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন।তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জুনপুট কোস্টাল থানার ইফিসার ইনচার্জ হিসাবে। এস আই মলয় অধিকারী ছিলেন মহিষাদল থানায়।তাঁকে পাঠানো হচ্ছে ডিআইবিতে।এস আই দেবব্রত মণ্ডল ছিলেন মহিষাদলে। তাঁকে গেঁওখালি ফাঁড়িতে পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি এস আই এসকে আসিফউদ্দিন কাঁথি থানা থেকে হেঁড়িয়ার আইসি পদে যোগদান করবেন। এছাড়াও জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে একাধিক স্তরে বদল এসেছে।
বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য জানান, এটি রুটিন বদলি। কয়েকদিনের মধ্যে অফিসাররা তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। নির্দেশিকা দিয়ে অফিসারদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আঁটোসাটো করার লক্ষ্যে এই রদবদল। রাজ্যের অন্যতম জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। নন্দীগ্রামের মতো হাইভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্র এই জেলার মধ্যে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দিক থেকেও এই জায়গায় গুরুত্ব অনেকটাই বেশি।স্বাভাবিকভাবেই লোকসভা নির্বাচনের আগে জেলা পুলিশে এই রদবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের কথায়,' সুরক্ষা ব্যবস্থায় যাতে সামান্যতম খামতি না থাকে তা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করছে প্রশাসন। আর সেই কারণেই যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

রাজ্য পুলিশের পরামর্শদাতা হলেন মালব্য

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য পুলিশের পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ হচ্ছেন বর্তমান ডিজি মনোজ মাল্যব। বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করছেন তিনি। বুধবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয় রাজ্য পুলিশের বর্তমান ডিজি মনোজ মাল্যব বৃহস্পতিবার ডিজি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর আগামী তিন বছরের জন্য রাজ্য পুলিশের পরামর্শদাতা পদে থাকবেন। অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি করা হয় ১৯৮৯ ব্যাচের আইপিএস অফিসার রাজীব কুমারকে। তিনি বর্তমানে রাজ্যের টেকনোলজি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তরের প্রধান সচিব পদে ছিলেন। দক্ষ আইপিএস অফিসার হিসেবে খ্যাত রাজীব কুমার বিধান নগর কমিশনারেটের কমিশনার কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন।

কালিয়াচকে ট্যালেন্ট সার্চের পুরস্কার অনুষ্ঠান

বিশেষ প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচক ট্যালেন্ট সার্চের পরীক্ষার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হল কালিয়াচক নজরুল ভবনে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ থেকে শিক্ষানুরাগীরা। এই পুরস্কার মঞ্চে পুরস্কৃত করা হয় চতুর্থ শ্রেণীর ২১ জন ও পঞ্চম শ্রেণীর ২১ জনকে। প্রথম স্থান অধিকারীকে ৩ হাজার, দ্বিতীয় দুই হাজার ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে হাজার টাকা মেমেন্টো, শংসাপত্র দেওয়া হয়। এছাড়াও ১৮ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ব্যাগ ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, শিক্ষারত্ন তানিয়া রহমত, পুলিশের এসআই মৌসুমী রায় মল্লিক, ড. দিবস সিনহা, সম্পাদক রবিউল ইসলাম প্রমুখ। প্রসঙ্গত কালিয়াচকের পড়ুয়াদের মেধার মূল্যায়নে প্রতিবছর ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন দাবিতে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন কৃষক সমিতির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে জেলাশাসকের অফিস ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচি। দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষক সমিতির ডাকে ডিএম অফিস ঘেরাও এর আগে বুধবার একটি মিছিল বের হয় বালুরঘাটের আর্য সমিতি ক্লাব এলাকা থেকে। এরপরই মিছিলটি জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয় এবং সেখানে তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।
পরবর্তীতে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে লিখিত আকারে তাদের দাবি পত্র তুলে দেন।
জানা গিয়েছে, বালুরঘাট শহরের আন্দোলন সেতু সংলগ্ন এলাকায় বা অন্য কোথাও পাইকারি বাজার করা, বড় বাজারের মধ্যে পাইকারি বাজার না বসানো, বালুরঘাট পৌরসভার মধ্যে পৃথক বাজার বসানো, সরকারি সহায়ক মূল্যের ধান ক্রয়, মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সারের দাম বৃদ্ধিসহ এদিন প্রায় সাত দফা দাবিতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন আন্দোলনকারীরা।
এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষক সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় মন্ডল বলেন, 'আমরা কৃষকরা দিনের পর দিন শোষিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুধু ভোট নিয়ে থাকেন। অথচ ভোট নেবার পর আমাদের কথা তারা মনে রাখেন না। সর্বশেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। অথচ ভোট শেষ হতেই সেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেছেন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। বাজার থেকে সার আমাদের চড়া দামে কিনতে হচ্ছে। সরকার যেখানে ধানের মূল্য ৬১৮ টাকার কথা বলেছে, সেখানে সেই ধান আমরা সরাসরি বিক্রি করতে পারছি না। ফড়েরা সেই ধান কিনে নিচ্ছেন। গত বছর সরকারিভাবে যে ধান ক্রয় করা হয়েছিল, কোন কৃষকের কাছ থেকে কত ধান কেনা হয়েছিল সেই বিষয়ে আমরা জেলা শাসকের কাছে মাস্টার রোল এর দাবি জানাচ্ছি।বালুরঘাট পৌরসভায় কৃষকদের জন্য একটি স্থায়ী বাজার করতে হবে। এই সমস্ত দাবিগুলো নিয়েই আজ আমরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি'।

জামায়াতের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

রাহেন খন্দকার ● কোচবিহার

আপনজন: মেডিকেল সার্ভিস সোসাইটির পরিচালনায় ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দির ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। বুধবার কোচবিহারের দিনহাটা ১ নং ব্লকের ওকরাবাড়ি হাই স্কুলের মাঠে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন, বামন হাট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক মিরাজ উদ্দিন আহমেদ, উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের জেলা সভাপতি রফিউদ্দিন আহমেদ, ওকড়াবাড়ি আলা বকস উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেব, ওকড়াবাড়ি এপি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিমেষ রায়,ওকরাবাড়ি অঞ্চলের আঞ্চলিক নাজিম সেকেন্দার আলি ও বিশিষ্টজনেরা। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেন, প্রতিটি মানুষের একটি সামাজিক কর্তব্য রয়েছে। আজকে এই শিবিরে যারা রক্তদান করেছেন তারা তাদের সামাজিক যে কর্তব্য তা পালন করেছেন। একজন মুমূর্ষু রোগীর রক্তের প্রয়োজন হলে সে রক্তের মূল উৎস মনুষ্য শরীর। কারণ এই রক্ত কোন ল্যাবরেটরীতে তৈরি করা যায় না। কাজেই যিনি এই রক্তদান করেন তিনি সমাজের জন্য একটি মহৎ কর্ম করেন। এদিন ৩৫ জন রক্তদান করেন।

বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ যুবক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: জালসা শুনে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ এক যুবক। মালদার কালিয়াচক থানার শাহাবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনটোলা এলাকার ঘটনা। গুলিবিদ্ধ যুবক মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম জাবেদ শেখ (২৭), বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকাতেই। পরিবার সূত্রে জানা যায় গতকাল রাত্রে বাড়ি থেকে কিছু দূরে জলসা শুনে বাড়ি ফিরছিল ওই যুবক। বাড়ি ফেরার পরে আবার বাইরে যায় পরিবারের লোকেরা প্রায় পনে এগোরটা নাগাত কিছু পরার আওয়াজ পাই ঘরের মধ্যে ওই যুবক না থাকায় সন্দেহ হয় বাইরে পরে থকতে দেখে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।বাইরে গিয়ে পথে কয়েকশো মিটার দূরে ভুট্টা জমিতে তাকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি ছুড়ে বলে অভিযোগ। কোমরে গুলি লাগে ওই যুবকের। রাতেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

সুইডেনের ন্যাটো অন্তর্ভুক্তিতে তুরস্কের সবুজ সংকেত

আপনজন ডেস্ক: সামরিক জোট ন্যাটোতে সুইডেনের অন্তর্ভুক্তিতে সবুজ সংকেত দিয়েছে তুরস্ক। দেশটির পার্লামেন্টে ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিশন বা পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিশন মঙ্গলবার এ বিষয়ে সবুজ সংকেত দেয়।
এর মাধ্যমে সুইডেনের ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তাদের যে আপত্তি ছিল, ১৯ মাস ধরে জলঘোলার পর অবশেষে তা মেনে নেয়া হলো।
এরপর তুরস্কের পার্লামেন্ট চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিলেই সুইডেনের ন্যাটোয় যোগ দেওয়া সম্ভব হবে।
সুইডেনের ন্যাটোয় যোগদান নিয়ে দীর্ঘদিন টানাপড়েন চলছে। ন্যাটোর অন্য প্রতিনিধি দেশগুলো সুইডেনকে ছাড়পত্র দিলেও তুরস্ক দিতে রাজি হচ্ছিল না। তুরস্কের অভিযোগ ছিল, সুইডেন কুর্দ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়। তাদের সমর্থন করে। ন্যাটো কুর্দ যোদ্ধাদের গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী বললেও সুইডেন নিজের দেশে তাদের সন্ত্রাসী বলে মনে করে না।
এখানেই শেষ নয়। এরই মধ্যে সুইডেনে একাধিকবার পবিত্র কুরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। তুরস্ক তার তীব্র নিন্দা করেছে। এই দুই বিষয় নিয়ে তুরস্ক সুইডেনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বার বার। ন্যাটো অবশ্য তুরস্কের সঙ্গে লাগাতার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তুরস্কের পার্লামেন্ট কমিশন সবুজ সংকেত দিল।

গাজার প্রতি সংহতি জানিয়ে নববর্ষ উদযাপন বাতিল করল আমিরাতের শারজাহ

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহতে নববর্ষ উদযাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষ বলছে, ফিলিস্তিনিদের দুর্দশায় সংহতি জানাতে নববর্ষের সন্ধ্যায় কোনো ধরনের আতশবাজি কিংবা উদযাপন না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে শারজাহ পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে নববর্ষ উদযাপনে এই নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের যে অল্প কয়েকটি দেশের সাথে ইসরায়েলের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক রয়েছে, সেই তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতও আছে। তারপরও গাজার জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য এ বছর নববর্ষের সন্ধ্যায় আতশবাজি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছে দেশটির শারজাহ কর্তৃপক্ষ। ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে শারজাহ পুলিশ বলেছে, নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পোস্টে বলা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা "গাজা উপত্যকায় আমাদের ভাইবোনদের প্রতি সংহতি এবং মানবিক সহযোগিতার আন্তরিক প্রকাশ।"
আবুধাবি এবং দুবাইয়ের পরে আয়তন ও জনসংখ্যায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের তৃতীয় বৃহত্তম আমিরাত হলো শারজাহ। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটির সাতটি আমিরাত বা অঞ্চল আছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০২০ সালে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। আমিরাতের এই পদক্ষেপ ইসরায়েলের সাথে ওই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেছিল।
উপসাগরীয় অঞ্চলের এই দেশটি হামাসের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর বার বার মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের নির্বিচার বোমা হামলার নিন্দা জানিয়ে আসছে দেশটি।

নেতানিয়াহুকে হিটলারের সাথে তুলনা করলেন এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকে জার্মানি চ্যান্সেলর অ্যাডলফ হিটলারের সাথে তুলনা করেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগান। তিনি বলেন, ইসরাইলি প্রেসিডেন্ট গাজায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন, তার সাথে ইউরোপে ইহুদিদের সাথে নাৎসী বাহিনী প্রধান হিটলার যে আচরণ করেছিলেন, তার কোনো পার্থক্য নেই। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) রাজধানী আঙ্কারায় একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তুর্কি প্রেসিডেন্ট এই মন্তব্য করেন। এ সময় ইসরাইলের প্রতি পশ্চিমাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের করেন এরদোগান। পরে তিনি বলেন, যেসব শিক্ষাবিদ বা বিজ্ঞানী গাজার এ ধ্বংসযজ্ঞের সমালোচনা করে নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন, তাদেরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছে তুরস্ক।
এদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় ইসরাইলি হামলায় ১৯৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরো ৩২৫ জন। শুক্রবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফুল কুদরা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফুল কুদরা বলেছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি হামলায় ১৯৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরো ৩২৫ জন। তাদের নিয়ে সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ২১ হাজার ১১০ জনে পৌঁছেছে। অপরদিকে, ইসরাইলি সেনাদের ক্রমবর্ধমান মৃত্যুতে চাপে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর যুদ্ধ বিরতি শুরু হওয়ার পর সেনাদের নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ভীষণ চাপে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।
আল জাজিরার প্রতিনিধি অ্যালন ফিশার জানিয়েছেন, ইসরাইলিদের মাঝে এখন একটি প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে, যদি গাজায় বন্দী ইসরাইলিদের মুক্তি করাই সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে সেনা সদস্যদের মৃত্যুর বহর দীর্ঘ হচ্ছে কেন?

গাজায় ত্রাণ সমন্বয়ক নিয়োগ করল রাষ্ট্রসংঘ

আপনজন ডেস্ক: মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, তারই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘ গাজায় মানবিক ত্রাণ সামগ্রী চালানের তদরকির জন্য একজন সমন্বয়ক নিযুক্তির ঘোষণা দিয়েছে।
নেদারল্যান্ডসের সিগরিড কাগকে গাজায় মানবিক ও পূনর্নির্মাণ বিষয়ক ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তিনি ৮ জানুয়ারি থেকে তার দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রসংঘ বলেছে, তার এই ভূমিকায় তিনি গাজার জন্য মানবিক ত্রাণের চালানের সুবিধা প্রদান, সমন্বয় সাধন, নজরদারি এবং এর যথার্থতা নিশ্চিত করবেন। যেসব দেশ এই সংঘাতে জড়িত নয় তিনি তাদের মাধ্যমে গাজায় ত্রাণ পাঠানো তরান্বিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার ১১ সপ্তাহব্যাপী এই যুদ্ধে গাজায় ক্রমবর্ধমান নিহতদের সংখ্যা এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চলে মানবিক সংকট নিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ বাড়ছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল অস্ত্র বিরতির বিরোধীতা করছে। তাদের দাবি, যুদ্ধবিরতি হলে কেবল হামাসেরই সুবিধা হবে। তার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা ও হামাসের হাতে জিম্মিদের মুক্ত করানোর জন্য লড়াইয়ে সাময়িক বিরতিকে সমর্থন করছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল-কুদ্রা এক বিবৃতিতে বলেছেন, ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় হতাহতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ২০ হাজার ৯১৫ জন নিহত এবং ৫৪ হাজার ৯১৮ জন আহত হয়েছেন। বিবিতৃতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ২৪১ জন নিহত এবং ৩৮২ জন আহত হয়েছে। এদিকে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনী গত রাতে অভিযান চালিয়ে কমপক্ষে ৫৫ জনকে আটক করেছে। বন্দি ও প্রাক্তন বন্দি বিষয়ক কমিশন এবং ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স সোসাইটি এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
বন্দি অধিকার গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে, নাবলুস, তুবাস এবং তুলকারেমসহ অধিকৃত পশ্চিম তীরে অভিযানগুলো চালিয়েছে ইসরায়েল। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৭৮৫ জন।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রধান হারজি হালেভি বলেছেন যে, তিনি গাজায় পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছেন এবং যুদ্ধ আরও অনেক মাস চলবে।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কথাই তুলে ধরেছেন সেখানকার সেনাপ্রধান। নেতানিয়াহুও বলেছেন যে, হামাসকে নির্মূলের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত গাজায় অভিযান চলবে।
তবে গাজার বাস্তবতা হলো যে, গত ৮১ দিনে যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে গাজায় অভিযান শুরু করেছিল ইসরায়েল। সেগুলোর কোনোটিই অর্জন করতে পারেনি ইসরায়েলি বাহিনী। গাজায় স্থল অভিযানে এখন পর্যন্ত ১৬২ জন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে।

আফ্রিকার তৃতীয় দেশ হিসেবে এবার দেউলিয়া ইথিওপিয়া

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার তৃতীয় দেশ হিসেবে এবার দেউলিয়া হয়েছে ইথিওপিয়া। মঙ্গলবার দেশটির একমাত্র আন্তর্জাতিক বন্ডের বিপরীতে ৩৩ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এর মধ্য দিয়ে দেশটি দেউলিয়া রাষ্ট্রের কাতারে উঠে গেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
চলতি মাসের শুরুতে ইথিওপিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে জানায় যে, তারা দেউলিয়া হওয়ার দিকে যাচ্ছে। দেশটির সরকার জানায়, করোনাভাইরাস মহামারি এবং ২০২২ সালের নভেম্বরে শেষ হওয়া দুই বছরের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে গুরুতর আর্থিক চাপের মধ্যে রয়েছে ইথিওপিয়া।
বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত দুটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছে, ইথিওপিয়া ১০০ কোটি ডলার অর্থ সংগ্রহ করেছিল আন্তর্জাতিক বন্ডের বিপরীতে। পূর্বনির্ধারিত শর্ত অনুসারে গত ১১ ডিসেম্বর এসব বন্ডের বিপরীতে ৩৩ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু তখনো দেশটি সেই অর্থ পরিশোধ করতে পারেনি। সেই সময়ের সঙ্গে গ্রেস পিরিয়ড হিসেবে ১৪ দিন যুক্ত হয়। সেই হিসাবে গত ২৫ ডিসেম্বর ছিল অর্থ পরিশোধের শেষ দিন। কিন্তু এই দিনও ইথিওপিয়া সরকার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়।
ইথিওপিয়ার সরকারি কর্মকর্তারা এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি। তবে তারা এর মাধ্যমে আফ্রিকার দুই দেশ জাম্বিয়া ও ঘানার কাতারে নাম লেখাল। ২০২১ সালের শুরুর দিকে পূর্ব আফ্রিকার এই দেশ জি-২০ ভুক্ত দেশগুলোর কাছে প্রথমবারের মতো ঋণের শর্ত শিথিল করার অনুরোধ জানায়।
প্রথমদিকে, ইথিওপিয়ার গৃহযুদ্ধের কারণে সেই উদ্যোগে কিছুটা দেরি হয়। কিন্তু গৃহযুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেলে চীনসহ ইথিওপিয়ার সরকারি খাতে বিনিয়োগকারী দেশগুলো দেশটির সঙ্গে ঋণ পরিষেবা স্থগিতের চুক্তি করে।
ইথিওপিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র। এর পূর্ণ সরকারি নাম হলো ইথিওপিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। দেশটি 'আফ্রিকার শিং' তথা সোমালি উপদ্বীপ অঞ্চলটিতে অবস্থিত। ইথিওপিয়ার উত্তরে ইরিত্রিয়া, উত্তর-পূর্বে জিবুতি, পূর্বে সোমালিয়া, দক্ষিণে কেনিয়া, পশ্চিমে দক্ষিণ সুদান ও উত্তর-পশ্চিম সীমানায় সুদান অবস্থিত। দেশটির আয়তন প্রায় ১১ লাখ ২৭ হাজার ১২৭ বর্গ কিলোমিটার (যা বাংলাদেশের প্রায় ৮ গুণ)। দেশটির জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ কোটি। এটিই আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনবহুল রাষ্ট্র। প্রথমটি নাইজেরিয়া।
দেশটির রাজধানী ও বৃহত্তম নগরীর নাম আদ্দিস আবাবা। অতীতে আবিসিনিয়া নামে পরিচিত এই দেশটি সমগ্র ইতিহাস জুড়েই বিদেশি পরাশক্তির শাসন থেকে স্বাধীন ছিল, যা দেশটির জাতীয় ঐক্যের অন্যতম ভিত্তি। আধুনিক ইথিওপিয়া রাষ্ট্রটি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এখানে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান।

সিলেটের স্থানীয় একটি হোটেলে গতকাল দুপুরে বিএনপির বিভাগীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন ইইউর দুই নির্বাচন বিশেষজ্ঞ। পরে বিকেলে ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল বৈঠক করেন ইইউর প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ

আপনজন ডেস্ক: ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত সপ্তাহে তেহরানের পারমাণবিক কার্যক্রম বৃদ্ধি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) প্রতিবেদন প্রকাশের পর মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে হোয়াইট হাউজ। আইএইএ'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহারযোগ্য ইউরেনিয়ামের উৎপাদন বাড়িয়েছে তেহরান। সেই সঙ্গে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্রের উৎপাদনও বাড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। বিষয়টিকে বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউজের এক মুখপাত্র বলেন, বিষয়টি এমন সময় আমাদের নজরে এলো, যখন মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া বাহিনীগুলোর তৎপরতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি এসব বাহিনী ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে, লোহিত সাগরে ইসরায়েল সমর্থিত জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত বিদ্রোহীগোষ্ঠী হুথি। রাষ্ট্রসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কয়েক মাসে ইরান অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহারযোগ্য ইউরেনিয়ামের উৎপাদন যে হারে বাড়িয়েছে, তা চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। সংস্থাটি আরো বলেছে, গত নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ইরান প্রতিমাসে প্রায় ৯ কেজি হারে পরিশোধিত ইউরোনিয়ামের উৎপাদন ৬০ শতাংশ বাড়িয়েছে। যা চলতি বছরের জুন থেকে প্রায় ৩ কেজি বেশি। আইএইএ বলছে, ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে ইরান প্রতি মাসে ৯ কেজি পরিশোধিত ইউরেনিয়াম উৎপাদন করতো। বছরের শেষদিকে এসে সেই উৎপাদনমাত্রা আবার আগের পর্যায়ে ফিরে গেছে। তবে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার এসব তথ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ প্রত্যাখ্যান করেছেন ইরানের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচির প্রধান মোহাম্মদ এসলামি। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) তিনি বলেন, ইরান নতুন কিছু করেনি ও যা করছে তা আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই করছে। সাধারণত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে ৯০ ভাগ পরিশোধিত ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন হয়। তবে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ৩ দশমিক ৬৭ ভাগ পরিশোধিত ইউরেনিয়ামই যথেষ্ট।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৬ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৯	৬.১৫
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৩.২৫	
মাগরিব	৫.০৬	
এশা	৬.২০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

অস্ট্রেলিয়ায় ঝড়ে ৮ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: বড়দিনের ছুটির মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে ঝড়ের আঘাতে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে একজন। ব্রিসবেন থেকে ১৮০ কিলোমিটার (১১১ মাইল) উত্তরের গিমপি শহরে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা সেখানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কুইন্সল্যান্ড ডেপুটি কমিশনার কেভিন ওয়ালশ জানিয়েছেন, বুধবারও উদ্ধারকারী দলগুলো ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে যাবে।

নির্বাচনে পুতিনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান ২৯ প্রার্থী

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের রুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে চাওয়া প্রার্থীর সংখ্যা ২৯ জনে দাঁড়িয়েছে। সোমবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশটির নির্বাচন কমিশনের (সিইসি) সভাপতি এলা পামফিলোভা কমিশনের এক বৈঠকে এ তথ্য দেন। সিইসি বলেন, আমাদের অনেক সহকর্মী বর্তমানে প্রতিযোগীদের কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত এই সংখ্যা ২৯ জনে দাঁড়িয়েছে।
রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে দেশটির আইন অনুযায়ী স্ব-মনোনীত প্রার্থীদের অবশ্যই ভোটারদের একটি গ্রুপের সমর্থন নিশ্চিত করে বৈঠকের বিষয়ে সিইসিকে আগে থেকেই অবহিত করতে হয়। আগামী ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। দেশটিতে রাজনৈতিক দলগুলোর তাদের প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কংগ্রেসে দলীয় প্রার্থীদের ১ জানুয়ারির মধ্যে কাগজপত্র জমা দিতে হবে। আগামী বছরের ১৫-১৭ মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

যুদ্ধ আরও বেশ কয়েক মাস চলবে: ইসরায়েল সেনাপ্রধান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান আরও বেশ কয়েক মাস চলবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের সেনাপ্রধান এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ হেরজি হালেভি। মঙ্গলবার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি।
নিজ বক্তব্যে হেরজি হালেভি বলেন, 'এখানে কোনো যাদুকরী সমাধান নেই। কোনো একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে নিষ্ক্রিয় করার মতো শর্টকাট কোনো পদ্ধতিও আমাদের হাতে নেই। আমাদের সামনে উপায় একটিই– দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।'
হালেভি বলেন, মঙ্গলবার গাজায় হামাসের ১০০টিরও বেশি স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে উপত্যকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সামরিক অপারেশনের মাত্রা আরও বাড়বে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
গত ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিনে গাজা উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে ব্যাপকমাত্রায় অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনা ও বিমানবাহিনী। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দপ্তরের মুখপাত্র সেইফ ম্যাগাঙ্গো সোমবার উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'বড়দিনে গাজা উপত্যকায় অব্যাহত বোমাবর্ষণ হয়েছে এবং এতে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক ফিলিস্তিনির। যুদ্ধের সাম্প্রতিক এই অবস্থায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।'

১০ ঘন্টায় হুথিদের ১৭ ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিতের দাবি আমেরিকার

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে ইসরায়েলবিরোধী জাহাজ ও মার্কিন বাহিনী বিরোধী হামলা জোরদার করেছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। বিপরীতে ওই পানিসীমায় সতর্কতা বাড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজও। এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ ঘন্টায় লোহিত সাগরে ১৭ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার দাবি করছে মার্কিন বাহিনী। এর মধ্যে রয়েছে- ১২টি ড্রোন, তিনটি জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও দুটি ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।
মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদরদফতর পেন্টাগন এক বিবৃতিতে এই দাবি করেছে।
বিবৃতিতে পেন্টাগনের আওতাধীন ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকোম) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, লোহিত সাগরে টহলরত ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ উএসএস ল্যাবুন (ডিডিজি ৬৮) এবং আইজেনহাউয়ার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার জাহাজের এফ/এ-১৮ সুপার হরনেট যুদ্ধজাহাজের সেনারা গত ১০ ঘণ্টায় ১২টি বিস্ফোরকবাহী ড্রোন, তিনটি জাহাজবিধ্বংসী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং দুটি ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে। মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্য করে সব ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল হুথিরা।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৫০ সংখ্যা, ১১ পৌষ ১৪৩০, ১৪ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

আন্ডারগ্রাউন্ট ইকোনমি

টাকা না থাকিবার বিপদ লইয়া শত শত কথা বলা যায়। টাকা না থাকিলে জীবনের সকল গন্ধ-বর্ণ-রং-রস ফ্যাকাশে হইয়া যায়। বলা হইয়া থাকে, টাকা দেখিলে নাকি কাঠের পুতুলও হাঁ করিয়া ফেলে। টাকা মানুষের শরীর ও মনকেও উজ্জীবিত করে। মানুষের কত টাকা প্রয়োজন—তাহার কোনো ঊর্ধ্বসীমা নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় যেমন বলিয়াছেন—'এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—।' অর্থাত্ মানুষের অর্থ উপার্জনের তৃষ্ণাও কখনো ফুরায় না।

কিন্তু টাকা থাকিবারও অনেক বিপদ রহিয়াছে। জগতে অ্যাবস্যুলেট ব্ল্যাক কিংবা হোয়াইট তথা সম্পূর্ণ সাদা কিংবা কালো বলিয়া যেমন কিছু হয় না, তেমনি টাকার ক্ষেত্রেও সত্য। সাদার মধ্যে কিছুটা হইলেও কালো থাকে, কালোর মধ্যেও থাকে সাদা। সাদাকে যতখানি কালো তাহার সাদা ভাব নষ্ট করিয়া দিতে না পারে, ততখানি কালো সম্ভবত মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু অর্থনীতির হিসাব খুব সহজ নহে। অর্থনীতিতে কালোটাকার প্রাদুর্ভাব বাড়িলে, সামগ্রিক অর্থনীতিকে দুর্বল করিতে থাকে। কালোটাকা কী? 'ইনভেস্টোপিডিয়া'য় ইহার সহজ উত্তর এইভাবে বলা হইয়াছে— কালোটাকা হইল সেই অর্থ যাহার উপর সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া হয় না। যেমন একটি দোকান তাহার পণ্যদ্রব্যের জন্য নগদ টাকা গ্রহণ করে এবং তাহার গ্রাহকদের রসিদ প্রদান করে না। সেই দোকানটি কালোটাকায় লেনদেন করিতেছে, কারণ ইহা রেকর্ড না করা বিক্রয়ের উপর কর প্রদান করিবে না। আবার, কেহ ১০০ টাকা মূল্যের সম্পদ ক্রয় করিল, কিন্তু অফিশিয়ালি দেখানো হইল সম্পত্তিটির মূল্য ২৫ টাকা এবং সেই ২৫ টাকার উপর ক্রয়-কর প্রদান করা হইল। এই ক্ষেত্রে বাকি ৭৫ টাকা কালোটাকায় লেনদেন হইল। উভয় উদাহরণে বিক্রেতারা আইনি উত্স হইতে অর্থ উপার্জন করিয়াছে কিন্তু কর ফাঁকি দিয়াছে। বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্লেষকরা দেখিয়াছেন, কালোটাকার সবচাইতে বড় উত্স হইল আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি। আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির কার্যকলাপের মধ্যে রহিয়াছে মাদকদ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়বিক্রয়, মানব পাচার ইত্যাদি। ব্ল্যাক মার্কেট ক্রিয়াকলাপগুলিও কম গুরুতর অপরাধের সহিত জড়িত, যেমন নকল পণ্য বিক্রয়, চুরি করা ক্রেডিট কার্ড বা কপিরাইটযুক্ত উপাদানের পাইরেটেড সংস্করণ বিক্রয় ইত্যাদি। তাহা ছাড়া আমদানি ও রপ্তানির আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং ওভার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমেও কালোটাকার মার্কেট বড় হয়। বিশ্বের সবচাইতে বৃহত্ অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির বেশ বড় একটি অংশ। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ইনভেস্টোপিডিয়ায় ম্যাথিউ জনস্টন-এর 'হাউ বিগ ইজ অ্যামেরিকা'স আন্ডারগ্রাউন্ট ইকোনমি?' কলামে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি মার্কিন মোট দেশজ উত্পাদনের (জিডিপি) ১১ হইতে ১২ শতাংশ।

বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কালোটাকার সঙ্গে যুক্ত একটি দেশের আয়ের অংশ দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। তবে যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে কালোটাকার পরিমাণ অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই যে, আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির সহিত সম্পৃক্ত কারবারিরা তাহাদের কার্যকলাপ ছদ্মবেশের মাধ্যমে সম্পাদন করিতে পারে। জার্মানি এএমএল হোয়াইটপেপার-এর 'স্যাংশন রিপোর্ট' ওয়েবসাইটের 'ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স'-এর প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, কালোটাকার তৈরি প্রবণতা যেই সকল দেশে অধিক সেইখানে মানি লন্ডারিংয়ের হারো বেশি। তাহাদের রিপোর্ট অনুযায়ী মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচাইতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি হইল—কঙ্গো, হাইতি, মায়ানমার, মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ। অন্যদিকে মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচাইতে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি হইল—ফিনল্যান্ড, এন্ডোরা, সুইডেন, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, সান মারিনো, স্লোভেনিয়া, লিথুয়ানিয়া, নরওয়ে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। দেখা গিয়াছে, অধিক পরিমাণে ঘুষ ও দুর্নীতি, আর্থিক অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব, আইনি ও রাজনৈতিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিতে মানি লন্ডারিং ঝুঁকি বেশি দেখা যায়। সুতরাং এই বিষয়গুলি কোনো রাষ্ট্র ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিলেই সেইখানে আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি সম্প্রসারিত হইতে পারিবে না।

খোদ রাজধানীতেই আর সুরক্ষিত নয় মায়ানমারের জান্তা সরকার

২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বেশ কয়েকটি দেশ রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় তাদের আগেকার অঙ্গীকার অনুযায়ী পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) মায়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মামলাটিতে তারা পক্ষভুক্ত হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে মায়ানমারের যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন আইসিজে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আদালতে মায়ানমারের বিরুদ্ধে চলমান অপরাধের বিচারে প্রভাব ফেলতে পারে। লিখেছেন **অ্যাডাম সিম্পসন**।

২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বেশ কয়েকটি দেশ রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলায় তাদের আগেকার অঙ্গীকার অনুযায়ী পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে) মায়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মামলাটিতে তারা পক্ষভুক্ত হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে মায়ানমারের যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন আইসিজে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আদালতে মায়ানমারের বিরুদ্ধে চলমান অপরাধের বিচারে প্রভাব ফেলতে পারে।

২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর এ মামলায় দুটি পক্ষ পৃথকভাবে পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন জানায়। প্রথমটি মালদ্বীপ। আর দ্বিতীয়টি যৌথভাবে কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য। আইসিজের ৬৩ ধারা অনুযায়ী তারা এ আবেদন করে। আবেদনটি গ্রহণ করা হলে এ মামলায় দেশগুলো পক্ষভুক্ত হবে। রোহিঙ্গা গণহত্যার ছয় বছর পর এবং আইসিজেতে মায়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার অভিযোগ দায়েরের চার বছর পর সত্যিকার অর্থে অভ্যুত্থানের নেতা ও জ্যেষ্ঠ জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের বিপদের বাড়ল।

পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য যারা আবেদন করেছে তাদের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের দুটি স্থায়ী সদস্য দেশ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স রয়েছে। এ ছাড়া ইউরোপের প্রভাবশালী দেশ জার্মানিও রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত জার্মানির ফেডারেল পাবলিক প্রসিকিউটর জেনারেল আন্তর্জাতিক এনজিও ফোরটিফাই রাইটসের উদ্যোগে চালু হওয়া একটি বৈশ্বিক বিচার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে রাজি হননি। এই মামলাটিতে মায়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। আরাকান আর্মির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। জাতীয় ঐক্য সরকারে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে বড় অবদান আরাকান আর্মির। যুদ্ধের পর তারা মায়ানমারকে স্বাধীন রাজ্যগুলোর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী, যেখানে রাখাইন জনগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গড়ে তোলা এখনো অনেক দূরের পথ। আন্তর্জাতিক পরিসরে মায়ানমারের সেনা কর্তাদের বিরুদ্ধে বিচারিক পদক্ষেপ যখন এগিয়ে চলছে, তখন মায়ানমারের জান্তা সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। একের পর এক পরাজয় জান্তা সরকারকে অস্তিত্বের সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে। ২৭ অক্টোবর সফল অভিযান পরিচালনার পর জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো দেশের বিভিন্ন অংশে চালকের আসনে রয়েছে।

তিনটি সশস্ত্র সংগঠনের জোট ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স উত্তরাঞ্চলীয় শান স্টেটের দুটি প্রধান শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। একই সঙ্গে মায়ানমারের জান্তা বাহিনীর থেকে ১২০টি সেনাছাউনি ও ঘাঁটি দখলে নিয়েছে।

এর পরপরই পূর্ব মায়ানমারের কারেননি ও কারেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর ওপর হামলা শুরু করে। সবচেয়ে বড় হামলাটি করা হয় মধ্যাঞ্চলের সায়াগনে। এ হামলায় নির্বাসিত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের জাতীয় ঐক্য সরকারের (এনইউজি) সশস্ত্র সংগঠন জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী কাউলিন শহর দখলে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে মায়ানমারের সেনা কর্তাদের বিরুদ্ধে বিচারিক পদক্ষেপ যখন এগিয়ে চলছে, তখন মায়ানমারের জান্তা সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। একের পর এক পরাজয় জান্তা সরকারকে অস্তিত্বের সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে। ২৭ অক্টোবর সফল অভিযান পরিচালনার পর জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো দেশের বিভিন্ন অংশে চালকের আসনে রয়েছে।

তিনটি সশস্ত্র সংগঠনের জোট ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স উত্তরাঞ্চলীয় শান স্টেটের দুটি প্রধান শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। একই সঙ্গে মায়ানমারের জান্তা বাহিনীর থেকে ১২০টি সেনাছাউনি ও ঘাঁটি দখলে নিয়েছে।

জাতীয় ঐক্য সরকার ডিসেম্বরের শুরুতে ঘোষণা দেয় কাউলিন হলো জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর দখলে নেওয়া জেলা পর্যায়ের প্রথম শহর, যেখানে পুরোপুরি বেসামরিক প্রশাসন চালু করা হয়েছে।

এদিকে নভেম্বরের মাঝামাঝি মায়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মি মায়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ১২ মাস ধরে চলা অস্ত্রবিরতি ভেঙে দিয়েছে। মায়ানমারে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে আরাকান আর্মি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ব্রাদারহুড় অ্যালায়েন্সের সদস্য। যুদ্ধবিরতির পর হামলা চালিয়ে তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সীমান্ত চৌকি এবং চারটি প্রধান শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে।

এর ফলে, গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আরাকানের প্রতিবেশী চিন রাজ্যে, সেখানকার জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী কমপক্ষে দুটি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এখানকার সংঘাতের কারণে সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে হাজার হাজার মানুষ।

সাম্প্রতিক এসব হামলা মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের গতিমুখে বড় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ ও গাজা যুদ্ধের কারণে যে সংঘাত এত দিন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একেবারেই গুরুত্ব পেত না, সেই সংঘাত এখন সংবাদমাধ্যমের খবরের শিরোনাম হচ্ছে।

মায়ানমারের গৃহযুদ্ধ যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠছে, তার নজির দেখা গেল ৪ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার প্রথম পাতায় কারেন জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়নকে নিয়ে করা প্রতিবেদন থেকে ।

গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী মায়ানমার সরকারের ধরন কেমন হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ থেকেও প্রমাণ হয় যে মায়ানমার নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির মনোযোগ তৈরি হয়েছে।

নির্বাসিত জাতীয় ঐক্য সরকার মায়ানমারে ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি জোর দিচ্ছে। ক্ষমতায় গেলে তারা কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সনদ বাস্তবায়ন করতে চায়। কিন্তু জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো মায়ানমারের বামার জাতিগোষ্ঠীর আধিপত্য নিয়ে হতাশা জানিয়ে আসছে।

মায়ানমারের সরকার ও সামরিক বাহিনীতে বামাররা আধিপত্য করছে। নির্বাসিত বিরোধীদের জাতীয় ঐক্য সরকারের অনেকেই বামার।

মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের এই ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো জাতীয় ঐক্য সরকারের নেওয়া মায়ানমারকে গণতান্ত্রিক ও ফেডারেল রাষ্ট্র গড়ার আকাঙ্ক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আরাকান আর্মির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। জাতীয় ঐক্য সরকারে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে বড় অবদান আরাকান আর্মির। যুদ্ধের পর তারা মায়ানমারকে স্বাধীন রাজ্যগুলোর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী, যেখানে রাখাইন জনগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গড়ে তোলা এখনো অনেক দূরের পথ।

মায়ানমারের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা এখন তাঁদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলা হচ্ছে, তা নিয়ে সতর্ক রয়েছে। এ মামলার রায় তাদের বিরুদ্ধে গেলে তার প্রভাব কী হবে তা নিয়ে সজাগ তারা। ক্ষমতায় থাকার জন্য মায়ানমারের সামরিক জান্তাদের হাতে এখনো অনেক কৌশল রয়েছে। এর মধ্যে নাজুক ও সংঘাতময় সীমান্ত এলাকা থেকে সরে এসে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ক্ষমতা সংহত করার মতো কৌশলও নিতে পারে তারা।

কিন্তু গত দুই মাসের ঘটনাপ্রবাহ বলছে যে, মিন অং হ্লাইং মায়ানমারের রাজধানী নেপিদোতেই সুরক্ষিত নন।

অ্যাডাম সিম্পসন, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ইউনিভার্সিটি অব অস্ট্রেলিয়া এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

উই ফুজিয়ান

চিনের অর্থনৈতিক ইঞ্জিনের জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে

এ মাসের গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক রেটিং এজেন্সি মুডিস চীনের সার্বভৌম ক্রেডিট রেটিংকে ঋণাত্মক হিসেবে দেখিয়েছে। এর মাধ্যমে চীনের সম্পদ ঘাটতি গভীরতর হওয়া এবং প্রবৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি মন্দার ঝুঁকি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মুডিস ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, চীনের বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে ৪ শতাংশ কমে যাবে। পরবর্তী এক দশকে প্রবৃদ্ধি গড়ে ৩.৮ শতাংশ কমবে। ২০৩০ সালের মধ্যে সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ৩.৫ শতাংশ পাবে। চীনের এই মন্দার একটি প্রধান কারণ 'দুর্বল জনসংখ্যা'।

চীনের চতুর্দশতম অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক পাঁচসালা পরিকল্পনা ঠিক করতে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ২০২০ সালের ২৪ আগস্ট সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছিলেন। সেই সিম্পোজিয়ামে বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রধান অর্থনীতিবিদ জাস্টিন ইফু লিনসহ বহু অর্থনীতিবিদ হাজির হয়েছিলেন। সেখানকার আলোচনার ভিত্তিতে সি চিন পিং সেখানে ঘোষণা করেছিলেন, আগামী ১৬ বছরে চীনের মাথাপিছু জিডিপি দ্বিগুণ করা 'সম্পূর্ণভাবে সম্ভব'। লিন এই আশাবাদী পূর্বাভাসের পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

২০১৯ সালে চীনের মাথাপিছু জিডিপি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্তরের মাত্র ২২ দশমিক ৬ শতাংশ (জনগণের ক্রয়ক্ষমতা-সংক্রান্ত সমতার ভিত্তিতে করা হিসাব অনুযায়ী)। ১৯৪৬ সালে জার্মানি, ১৯৫৬ সালে জাপান এবং ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া একই স্তরে ছিল এবং তাদের অর্থনীতি পরবর্তী ১৬ বছরে গড়ে যথাক্রমে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ, ৯ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

লিন তাঁর আলোচনার উপসংহার টেনেছিলেন: জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি পড়ে যাওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রযুক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরও ২০১৯-২০৩৫ সময়কালের বার্ষিক সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ এবং ২০৩৬-২০৫০ সময়কালের বার্ষিক সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ অর্জন ধরা হয়েছে, যা খুব সহজেই প্রকৃত বার্ষিক প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৪ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। এই পূর্বাভাস অনুসারে, চীনের জিডিপি ২০৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০৪৯ সালের মধ্যে তা দ্বিগুণ হবে। তত দিনে চীনা নাগরিকদের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের চার গুণে গিয়ে দাঁড়াবে।

আশাবাদ মেশানো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ২০৩০ সাল নাগাদ চীনের অর্থনীতি আমেরিকার অর্থনীতির দেড় থেকে দুই গুণ বড় হবে এবং চীনের জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পাঁচ গুণ হবে।

২০০৮ সালে তিনি সম্ভবত আরও 'নির্বোধ' ছিলেন। সে সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি আমেরিকার অর্থনীতির আড়াই গুণ হবে। ২০১১ সালে আবার তিনি আগের অবস্থানে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন, চীনের অর্থনীতি ২০৩০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণ হবে। এরপর ২০১৪ সালে তিনি তাঁর ২০০৫ সালের পূর্বাভাসে ফিরে গিয়ে বলেন, এই সময়কালে চীনের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের দেড় থেকে দুই গুণ বড় হবে। বছরের পর বছর ধরে চীনের নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং শাসনের মডেলের এক ধরনের প্রমাণ হিসেবে লিনের দেওয়া এসব পূর্বাভাসকে গ্রহণ করে এসেছেন। লিনের এসব ভবিষ্যদ্বাণী চীনা নেতাদের কাছে যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, সেগুলো চরমভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে জনসংখ্যাগত ধারণা থেকে লিন যে অগ্রগতির কথা বলেছিলেন, তা একেবারেই ভুল।

যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় চীনের মাঝ বয়সী এবং ৬৪ বছরের বেশি বয়স্ক লোকের সংখ্যার উচ্চ অনুপাত প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিক নির্দেশ করছে। চীনের বুড়িয়ে যাওয়া নাগরিকের সংখ্যাধিক্য বলে দিচ্ছে লিন যে তিনটি দেশের (জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে চীনের অর্থনীতির তুলনা করেছিলেন, তাদের সবগুলোর চেয়ে চীন অনেক বেশি খারাপ করছে। জার্মানির মাথাপিছু জিডিপি যখন যুক্তরাষ্ট্রের ২২ দশমিক ৬ শতাংশের সমান ছিল, তখন জার্মানির নাগরিকদের গড় বয়স ছিল ৩৪ বছর। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার গড় বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। পরবর্তী ১৬ বছরের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির পর তিনটি দেশে গড় বয়স দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৫, ৩০ ও ৩২ বছর। সে তুলনায় ২০১৯ সালে চীনের গড় বয়স ছিল ৪১ এবং ২০৩৫ সালে তা ৪৯ বছরে দাঁড়াবে।

একইভাবে, ১৬ বছরের সময়কালের শুরুতে (যেন যেমনটি উল্লেখ করেছিলেন) জার্মানি, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬৪ বছরের বেশি বয়সী লোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮ শতাংশ, ৫ শতাংশ ও ৪ শতাংশ যা ১৬ বছর শেষে যথাক্রমে ১২ শতাংশ, ৭ শতাংশ ও ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সেই তুলনায় চীনে ২০১৯ সালে ৬৪ বছরের বেশি মানুষের সংখ্যা ছিল ১৩ শতাংশ আর ২০৩৫ সালে এই সংখ্যা ২৫ শতাংশে পৌঁছাবে। অর্থাৎ চীনের জনসম্পদ বুড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রবৃদ্ধি অর্জনের সক্ষমতা কমেছে এবং কমছে। কেউ যদি চীনের অর্থনীতিকে একটি বিমান হিসেবে কল্পনা করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, ১৯৭৮ সালে যে সংস্কার নীতির পথ ধরে বিমানটির উড্ডয়ন শুরু হয়েছিল, সেটির জ্বালানি ছিল তরুণ শ্রমিকেরা। তিন দশক ধরে সেই জ্বালানি তীব্র গতিতে চীনকে উড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু ২০১২ সালে এসে সেই জ্বালানিতে টান পড়া শুরু হয়েছে। ফলে বিমানটি এখন গতি হারাতে বাধ্য হচ্ছে।

উই ফুজিয়ান উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগবিদ্যার একজন সিনিয়র বিজ্ঞানী ও বিগ কান্ট্রি উইথ এম্পটি নেস্ট বইয়ের এর লেখক

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

‘রূপশ্রী’র টাকা পেতে ভুয়ো আবেদনকারীকে ধরলেন স্বয়ং বিডিও

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কারও বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে।কেউ আবার সদ্যোজাতের মা।কিন্তু রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পেতে ওঁরাই নিজেদের অবিবাহিত বলে দাবি করে দরখাস্ত জমা দিয়েছেন ব্লক অফিসে।ভুয়ো রূপশ্রী রুখতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনজন ভুয়ো আবেদনকারীকে হাতে নাতে ধরলেন মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের বিডিও তাপস পাল।জানা গিয়েছে,দীর্ঘদিন ধরেই হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকে রুপশ্রী নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ আসছিল।বুধবার সশরীরে বিডিও তাপস পাল ব্লকের সাদলিচক ও মালিওর-২ সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে অনুসন্ধান করতে যান।সেখানে রূপশ্রীর আবেদন মিলিয়ে দেখার সময় তিনজন ভুয়ো রুপশ্রী আবেদনকারীর হদিস পাওয়া যায়।বিডিও ওই তিনজন আবেদনকারীর ভুয়ো রূপশ্রী আবেদনপত্র বাতিল করতে বাধ্য হন।

ওই আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান।বিডিও অফিস সূত্রে জানা যায়,সম্প্রতি বিয়ের ভুয়ো আমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে রূপশ্রী প্রকল্পের টাকার জন্য বিডিও অফিসে আবেদন করেন সাদলিচক ও মালিওর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকজন বিবাহিত মহিলা।আবেদনপত্রে জানান,বিয়ে হবে ২৭ ডিসেম্বর।তদন্ত করে বিডিও অফিসের আধিকারিকরা জানতে পারেন আবেদনকারীদের কারও বছর খানেক আগে আবার কারও কয়েক মাস আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছে।বুধবার ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে রুপশ্রী অনুসন্ধানে যান বিডিও তাপস পাল।গ্রামে গিয়ে তিনি দেখেন,বিয়ের কোনও নামগন্ধ নেই।দোরগোড়ায় বিডিও কে দেখে ধরা পড়তেই সুর নরম হয়ে যায় সবার।এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন,’গ্রামে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখলাম,এদের আবেদনপত্রে অনেক গলদ রয়েছে।এরা দালালদের মারফতে ভুল তথ্য দিয়ে রূপশ্রীর টাকা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল।হাতেনাতে ধরা পড়েছে তিনজন।এদের আবেদন পত্র বাতিল করা হয়েছে।এদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

মহিষাদলে ৫০ বছর ধরে সমবায় সমিতি পরিচালনায় বামপন্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মহিষাদল ব্লকের অমৃতবেড়িয়া কৃষি কল্যাণ সমবায় সমিতির। সেই দিন থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সাধারণ সাধারণ মানুষের সমন্বয়ে সমবায়ের বোর্ড পরিচালনা করেছে বামপন্থীরা। ২০১২ সাল থেকে নির্বাচন শুরু হয়। ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাম প্রগতিশীল জোট নির্বাচনে জয়ী হয়ে সমবায়ের ক্ষমতায় রয়েছে। এবারের নির্বাচনেও তৃনমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বাম প্রগতিশীল জোটের প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছে অমৃতবেড়িয়ার জনগন। দুর্নীতি মুক্ত এবং স্বচ্ছ পরিষেবা প্রদানই মূল কারণ, এত বছর ধরে বামপন্থীদের ক্ষমতায় থাকা। তেমনটাই বলছেন এলাকার মানুষজন অমৃতবেড়িয়ার বাসিন্দা সুনীল মাজী। তিনি দিল্লিতে থাকেন। সেখানে একটি দোকান রয়েছে তাঁর। সুনীল মাজী বলেন, আমি এই ভোটের জন্যই এখানে এসেছি। কোনোভাবেই লুটেরাদের এই সমবায়ের দখল নিতে দেওয়া যাবে না। সেই মতোই প্রচার করেছি। নির্বাচন চলাকালীন অমৃতবেড়িয়া হাটপাড়া এলাকার এক দোকানদার স্পষ্টভাবেই বলেন “সমবায় সমিতির নিজস্ব কোনও বিল্ডিং ছিল না। জায়গাও কম ছিল। যারা এতদিন ক্ষমতায় ছিল তারাই সমবায়ের উন্নতি করেছে প্রচুর ভাবে। জায়গা কেনা হয়েছে, সমবায়ের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়েছে। মানুষ বামপন্থীদেরই ভোট দেবে।” নির্বাচনে জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে অমৃতবেরিয়া এলাকা। এই সমবায় সমিতির মোট আসন ৬৩ টি। যার মধ্যে একটি সংরক্ষিত আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থিত প্রার্থী। বাকি ৬২ টি আসনে সিপিআই (এম)’র সমর্থিত বাম গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল জোটের প্রার্থীদের সঙ্গে লড়াই হয় তৃণমূলের। বিজেপি এই সমবায় নির্বাচনে কোনও আসনে প্রার্থী দেয়নি। যদিও এলাকার দু একজনের কথায় জানা গেল এখানে বিজেপির শক্তি যেটুকু আছে তারা তৃণমূলের পক্ষেই। বুধবার সকাল ১০ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত অমৃতবেড়িয়া তিলোত্তমা গার্লস হাইস্কুলে ভোটগ্রহণ হয়। বিকাল ৩টা থেকে গণনা শুরু হয়। সন্ধ্যা নাগাদ গণনার ফল প্রকাশে দেখা যায় বাম প্রগতিশীল জোটের প্রার্থীরা ৩৪টি আসনে জয়লাভ করে পুনরায় এই সমিতির ভোট গঠন করেছে। ২৯টি আসন পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই সমবায় সমিতির বিদায়ী সম্পাদক সিপিআই(এম) নেতা অশোক অধিকারী জানান “এই সমবায়ে সমিতি বাড় অমৃতবেড়িয়া, অমৃতবেড়িয়া, বামনপুর ও ঘাসিপুর এই ৪টি গ্রামের সদস্যরা এই সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচনে মোট আসন ৬৩ টি। ৫টি মহিলা সংরক্ষিত, ২ টি তপশিলি জাতি বা উপজাতি সংরক্ষিত ও ৫৬ টি অসংরক্ষিত আসন রয়েছে। মোট ভোটার ১৫৭৫ জন। তবে সমবায়ের সঙ্গে ৩০০০ বেশি পরিবার সরাসরি যুক্ত। সেইসঙ্গে এসএইচজি, জেএলডি গ্রুপের সদস্যরাও এই সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মূলত তাদের আমানত সংরক্ষিত থাকে সমবায়ে। ১৯৭১ সালে সমবায়টির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বামপন্থীদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের সাথে নিয়ে সমবায় পরিচালনা হত। ২০১২ সালে থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ২০১৭ সালে ৪৩ আসনে নির্বাচন হয়। বামপন্থীরা ২৭টি, তৃণমূল কংগ্রেস১৬ টি আসনে জয়ী হয়। সেবারও বামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করে। এবার নির্বাচনে আবারও এই এলাকার মানুষ বামপন্থীদের উপরই ভরসা রেখেছে।” অমৃতবেড়িয়া এলাকা মূলত নদী মাতৃক। এলাকার বাসিন্দাদের বেশিরভাগ মানুষ নির্ভরশীল মৎস্যজীবি, ইট-টালিভাটার শ্রমিক। বাকি কৃষিজীবি। প্রান্তিক এই গ্রামের বাসিন্দারা বারে বারেই এই সমবায়ের নির্বাচনে বামপন্থীদের উপরই ভরসা করেন। তার অনেকগুলি কারণও এলাকার মানুষ বলেছেন। সেগুলি কি? এলাকার বাসিন্দা দেবাশীষ অধিকারী জানান সমবায়ের পরিষেবা অত্যন্ত ভালো।

‘আইকন অফ এশিয়া’ সম্মানে ভূষিত হলেন ডোমকলের শিক্ষক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এর কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্ডিয়ান এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড এবং ‘আইকন অফ এশিয়া’ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ডোমকলের প্রত্যান্ত এলাকার শিক্ষক জিল্লার রহমান।

গত কয়েক মাস আগেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম ওঠেছে এই শিক্ষকের। আর কয়েক মাস যেতে না যেতেই আবারও শিক্ষকের ঝুলিতে পরপর দুটো অ্যাওয়ার্ড আসলো । অ্যাওয়ার্ড পেয়ে খুশি এবং আপ্লুত শিক্ষক জিল্লার রহমান। শুধু তিনি নন তিনার এই সাফল্যে খুশি গোটা ডোমকলবাসী। জানা যায় মুর্শিদাবাদের ডোমকলের আমিনাবাদ প্রত্যন্ত এলাকার ছেলে জিল্লার রহমান। বর্তমানে তিনি রাণীনগরের রামনগর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক। দীর্ঘ ২৩ বছর শিক্ষকতার সাথে সাথে বই লিখে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে তার নাম তোলেন শিক্ষক। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্য বই লিখেছেন ফিনিক্স, যা ছোটদের ইংরেজি শিখতে অনেক সুবিধা করবে। বই লেখা লেখিতেই মিলছে একাধিক অ্যাওয়ার্ড । সম্প্রতি গত ১২ই ডিসেম্বর রাজস্থানের জয়পুর থেকে ইন্ডিয়ান এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ এসে পৌঁছায় শিক্ষক জিল্লার রহমানের বাড়িতে।তারপরেই মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে গত ২২শে ডিসেম্বর ইন্ডিয়ার নিউ দিল্লি রানেশান ব্লু হোটেলে থেকে মিলেছে আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড ‘আইকন অফ এশিয়া।

ডোমকলের ছেলে জিল্লার রহমানের অসাধারণ সাফল্যে খুশি শুধু ডোমকল নয় জেলা এবং রাজ্যবাসী। জিল্লার রহমানের ডাক পড়ছে একাধিক সাংস্কৃতিক মঞ্চে। শিক্ষকের ঝুলিতে আসছে একাধিক সম্বর্ধনা সম্মাননার মতো উপহার । শিক্ষক জিল্লার রহমান বলেন সম্মান ও উপহার পেয়ে খুবই খুশি, এবং উপহার দেওয়া সকল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান শিক্ষক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মহিলা পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ফোনে অশ্লীল ছবি পাঠিয়ে ধৃত যুবক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মোবাইলের অশ্লীল ভিডিও বা ছবির অপব্যবহারের ফলে জড়িয়ে পড়ে আইনের বেড়াজালে।বিবরণে প্রকাশ, বীরভূমের খয়রাশোল থানার পুরশুণ্ডা গ্রামের বাসিন্দা শ্রীকান্ত রুইদাস (বয়স-২০ বছর) নামে এক যুবককে সোমবার রাতে খয়রাসোল পুলিশের সহায়তায় গ্রেপ্তার করে মুম্বই পুলিশ।ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে,মুম্বই মহিলা পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ফোন নম্বরে বারবার অশ্লীল ছবি ও নগ্ন ভিডিও পাঠিয়েছে ধৃত ঐ যুবক। যার প্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে মুম্বই পুলিশ। ওই যুবকের মোবাইলের লোকেশন ট্রেস করে তাঁর বাড়ি থেকে খয়রাশোল থানা পুলিশের সহযোগিতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে মুম্বই পুলিশ। আসামিকে খুব সহজেই ধরে ফেলায় খয়রাসোল থানা পুলিশের প্রশংসা করে মুম্বাই পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃত কে দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ট্রানজিট রিমাণ্ডের নির্দেশ দেন।

ড্রোনের মাধ্যমে জমিতে কীটনাশক ছড়িয়ে তাক লাগালেন ইব্রাহিম

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় প্রথম ড্রোনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে কীটনাশক ছড়িয়ে তাকলাগিয়ে দিল ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চাপড়া ড্রোনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ছড়ানো হচ্ছে কীটনাশক! অভিনব উদ্যোগ চাপড়া থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। চাপড়া থানার বাদলাঙি গ্রাম শাত বিঘা আপেল কুল ও পাঁচ বিঘা জমিতে পিয়ারা আছে বর্তমান চাষের জমিতে খরচ কমাতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন চাপড়া থানার এক কৃষক ইব্রাহিম আদম বিশ্বাস নামে ওই যুবক। জানা গিয়েছে, এই ড্রোনের মাধ্যমে মাত্র ১৫ মিনিটেই ৫ বিঘা জমিতে কীটনাশক ছড়ানো সম্ভব। একইসঙ্গে পাঁচ থেকে সাত লিটার জল নিয়ে উড়তে সক্ষম এই ড্রোন।

এবার কৃষি জমিতে কীটনাশক ছড়ানো যাবে ড্রোনের মাধ্যমে। পিয়ারা,কুল সহ বিভিন্ন চাষের জমিতে ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক ছড়ানোর ক্ষেত্রে সাফল্য মিলেছে।সেই সাফল্যের দিকে তাকিয়েই এবার কৃষি জমিতেও কীটনাশক ছড়ানোর জন্য ড্রোন সরবরাহ করবে রাজ্য সরকার। এই ড্রোনের দাম ১০ লক্ষ টাকা। তবে রাজ্য সরকার ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দেবে। শুধু তাই নয় কিষান ক্রেডিট কার্ড থাকলে কৃষকরা ঋণ নিয়েও ড্রোন কিনতে পারবেন। কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ড্রোন কেনার জন্য কৃষকরা মাটির কথা ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারবেন।ইব্রাহিম আদম বিশ্বাস বলেন,ড্রোনের মাধ্যমে মাত্র ১৫ মিনিটেই ৫ বিঘা জমিতে কীটনাশক ছড়ানো সম্ভব।একইসঙ্গে পাঁচ থেকে সাত লিটার জল নিয়ে উড়তে সক্ষম এই ড্রোন। ১০ ফুট উঁচু থেকে ধান জমিতে কীটনাশক ছড়ানো যাবে। তার নিচে উড়লে সেক্ষেত্রে ধান গাছের ক্ষতি হতে পারে। ফলে ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক ছড়ালে সময় এবং অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে। আপেল কুল চাষি বলেন,একটি ড্রোন সংগ্রহ বাগানে কীটনাশক ব্যবহার করছি তাতে লাভ আছে।

দুঃস্থদের মুখে হাসি ফোটালেন বহরমপুরের ট্রাফিক ওসি

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: আবারো দেখা গেল ট্রাফিক পুলিশের মানবিক রূপ। অসহায় মানুষকে শীত বস্ত্র তুলে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিলেন বহরমপুরের এনআইচ- ৩৪ এর ওসি স্বপন রায়। সাধারণতভাবে জলকামান, বন্দুক বাগিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা এটাই পুলিশের পরিচিত রূপ দেখে থাকি। তবে পুলিশের আরও একটা সুন্দর দিক আছে। এই ব্যস্ততার মধ্যেই কনকনে শীতে অসহায় দুস্থ ভবঘুরে মানুষের মুখে হাসি ফুটালেন বহরমপুরের ট্রাফিক ওসি। জানা গিয়েছে বিভিন্ন প্রান্তের অসহায় গরীব দারিদ্র মানুষ বহরমপুরে আসেন। কেউ কোনো রকমে কাজ করে কেউ বা সাহায্য চেয়ে কষ্টের মধ্যে জীবন চালান। ব্যস্ত শহরে কনকনে শীতে সেই সমস্ত অসহায় গরীব মানুষের হাতে শীত বস্ত্র তুলে দিয়ে আবারো মানবীকতার পরিচয় দিলেন ।

কেবলমাত্র শীতের পোষাকই নয় বিভিন্ন সময়ে অসহায় মানুষের পাশে সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কখনো পুজো পার্বণের জন্য নতুন পোষাক তো কখনো আর্থিক সাহায্য হাত বাড়িয়ে দেন। এ বিষয়ে হরিহপাড়া থেকে আসা বর্ণালী দাস বলেন “স্যার আমাদের বিপদে আপদে সম সময় পাশে থাকেন আজকে কেবল শীত বস্ত্র দিয়েছে তাই নয় খাবার জন্য টাকাও দিয়েছেন।”

নদীয়া থেকে আসা ছবিতা পাল বলেন “ শীতের পোষাক থেকে পুজোর পোষাক যখন সমস্যায় পড়ি স্যার আমাদের সহযোগীতা করেন, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এইভাবে পাশে থাকার জন্য ।

এ বিষয়ে বহরমপুরের NH34 ওসি স্বপন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শীত পড়েছে, অনেকেই দেখছি শীত বস্ত্র না থাকায় , কষ্টের মধ্যে দিন রাত কাটাচ্ছে , তাই তাদের জন্য ছোট্ট প্রয়াস। সারা বছররই এ অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি।

ব্যস্তময় ট্রাফিক পুলিশের এই মানবিকতাকে স্যালুট জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে বিশিষ্টজনেরা ।

মাধ্যমিকে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে নয়া কৌশল নিচ্ছে পর্ষদ: সভাপতি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন:মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবার নয়া কৌশল নিচ্ছে পর্ষদ, বাঁকুড়ায় জানালেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবার নয়া কৌশল নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ। প্রতিটি প্রশ্নপত্রে আলাদা কোড রাখা হচ্ছে। সেই কোড প্রশ্নপত্রের প্রতিটি পাতায় থাকবে । পর্যদের তরফে জানানো হয়েছে কেউ প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে বিভ্রান্তির চেষ্টা করলে ওই কোডের সাহায্যেই তাকে চিহ্নিত করা যাবে। কোনো পরীক্ষার্থী একাজ করে থাকলে তাকে এবছর আর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। প্রায় প্রতি বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বিষয়ের প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। বিভিন্ন মহলের তরফে অভিযোগ ওঠে প্রশ্নপত্র ফাঁসের। সম্প্রতি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষাতেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। এরপরই সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবেনপ্রশ্নপত্রের কোডিং চালু করতে চাইছে রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্যদ। আজ বাঁকুড়ার বঙ্গ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি সংক্রান্ত একটি বৈঠকে যোগ দিয়ে পর্যদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়না। পরীক্ষা শুরুর পর প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে কেউ কেউ বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে। এবার এই ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রতিটি প্রশ্নপত্রের আলাদা আলাদা কোড দেওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রশ্নপত্রের প্রথম পাতায় এই কোড লেখা থাকবে। প্রশ্নপত্রের অন্যান্য পাতাগুলিতেও সেই কোড এমবেডেড করা থাকবে। এরফলে প্রশ্নপত্রের ছবি পেলেই কার প্রশ্নপত্রর ছবি বাইরে বেরিয়েছে সেই পরীক্ষার্থীকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করতে পারবে পর্যদ।

প্রতিবন্ধী ও ভবঘুরেদের শীত বস্ত্র বিলি শাহিদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মানুষ মানুষের জন্য। এই প্রচন্ড শীতে ভবঘুরেদের স্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে রাত্রি যাপন করে তাদের গায়ে যদি শীতবস্ত্র পরিয়ে দেওয়ার মতো মানিবকতা দেকালেন নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সেখ শাহিদ আকবর। বাদ গেলেন না প্রতিবন্ধীরাও। অসহাযদের শীতের ঠান্ডা নিবারণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন নাবাবিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবর। তিনি বলেন , এই বার্তাটি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যারা আমরা পার্সোনাল গাড়ি নিয়ে ঘুরি রাস্তায় তেল নিতে চা খেতে বা বিভিন্ন কারণে দাঁড়ায়। একটু যদি অসহায় মানুষগুলোর জন্য ভাবি তাহলে এই ধরনের মানুষগুলো অনেক উপকৃত হবে। এই আদর্শ প্রিয় নবী রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর। উম্মতদের প্রতি দানশীল হওয়ার তার নির্দেশকে পাথেয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শাহিদ আকবর। এ বিসয়ে তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকে আমি আমার পিতা কে দেখেছি এই সমস্ত সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে। এখন বর্তমান যিনি আমাকে উৎসাহিত করেন এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করেন তিনি হলেন পতাকা ইন্ড্রাস্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড এর কর্ণধার আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন। তিনি বলেন রাজ্যের শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যেমন নবাবিয়া মিশনকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছো সাথে সাথে এই ধরনের মানবসেবার কাজে নিজেকে সারা বছর নিয়োজিত রাখার কাজে অর্থের যোগান দিয়ে চলেছেন সমাজসেবী শিল্পপতি মোস্তাক হোসেন। আর তার ফলে অসহায় মানুষরা উপকৃত হয়ে চলেছেন, যার মাধ্যম হয়ে উঠেছে হুগলির খানাকুলের নাবাবিয়া মিশন।

শিশু ভারতী স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রনসাগর এলাকায় অবস্থিত শিশু ভারতী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বুধবার সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। আগামী এক বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হবে বলে জানান ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুজয় চক্রবর্তী। বুধবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তীর সূচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান তথা খড়গ্রামের বিধায়ক আশিষ মার্জিত, উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ছাত্রছাত্রী সকলেই উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে ভোজন কক্ষ, সেমিনার হল এবং ডিজিটাল ক্লাসরুমের উদ্বোধন করা হয়। এর পাশাপাশি ডিজিটাল বায়োমেট্রিক উপস্থিত যন্ত্রের উদ্বোধন করা হয়।

বারাসতে জেলা পরিষদের একগুচ্ছ পরিকল্পনা

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল সেখ ● বারাসত

আপনজন: বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় একগুচ্ছ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,স্থায়ী সমিতির সদস্য সামিম আরা খাতুন,ভানুমতী বালা, সচিব উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ,বিভাগীয় বনাধিকারিক আকিব আলম,ত্রাণ ও পূর্নবাসন আধিকারিক উত্তর ২৪ পরগনা,অতিরিক্তি উপসচিব উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ,রেঞ্জ অফিসার বারাসাত উত্তর ২৪ পরগনা, রেঞ্জ অফিসার, ব্যারাকপুর উত্তর ২৪ পরগনা, বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক ২ (D.L&L.R.O.) উত্তর ২৪ পরগনা প্রমুখ। আলোচনা প্রসঙ্গে কর্মাধ্যক্ষ ফারহাদ জানান, জেলার সকল ব্লকের পাট্টা সংক্রান্ত নথী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক সভাকে অবগত করে বলেন, জেলায় পাট্টা দেওয়া হবে যথাক্রমে বারাসাত ১ নম্বর ব্লকে ২৭টি, বারাসাত ২ নম্বর ব্লকে ১২টি, হাবড়া ১ নম্বর ব্লকে ৭৫টি, হাবড়া ২ নম্বর ব্লকে ২টি, বাদুড়িয়া ব্লকে ৩০টি, বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকে ৩টি, বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকে ২টি, হাড়োয়া ব্লকে ৮২টি, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে ৪১টি, মিনাখাঁ ব্লকে ২০০টি, স্বরূপনগর ব্লকে ৩০টি, বনগাঁ ব্লকে ৮৩টি, বাগদা ব্লকে ৪টি।

সরিষার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নতুন ল্যাবরেটরি

নকীব উদ্দিন গাজী ● সরিষা

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারের সরিষা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্তের পরীক্ষা করতে অনেকটাই সমস্যা করতে হতো সাধারণ রোগীর পরিজনদের সেই সমস্যার মুশকিল আসান করল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরিষার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ তৈরি করা হল অত্যাধুনিক মানের ল্যাব যেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রক্তের পরীক্ষা করা হবে।ডায়মন্ড হারবার দু’নম্বর ব্লকের সরিষা সহ বেশ কিছু আশপাশের এলাকার মানুষকে রক্ত পরীক্ষা সহ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরীক্ষার টেস্ট করাতে যেতে হতো কলকাতায় কিংবা ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে। যেখানে তাদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হতো বা অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো আর সেই কথা মাথায় রেখে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে বুধবার দিন সরিষা বি.পি এইচ.সি কেন্দ্রের ল্যাবটারি শুভ সূচনা হয়। এদিনের এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকসহ ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার উপস্থিত ছিল সরিষা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি , স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান মইদুল ইসলাম ও একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ যুবক গ্রেপ্তার

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: ভাঙড়ে নমিনেশন পর্ব এবং ভোট গণনার রাতে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল কাশিপুর থানার পুলিশ। কাশিপুর থানার পানাপুকুর গ্রাম থেকে রবিউল শেখ নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছে থেকে একটি বন্দুক এবং দু রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর গত পঞ্চায়েত ভোটে নমিনেশনের সময় ছাড়াও গণনার রাতেও এই যুবক পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল।

আলদাওয়াত
দাওয়াত

শীতকাল মুমিনের বসন্তকাল

টয়লেটে প্রবেশের আগে ও পরে ইসলামের ছয় নির্দেশনা

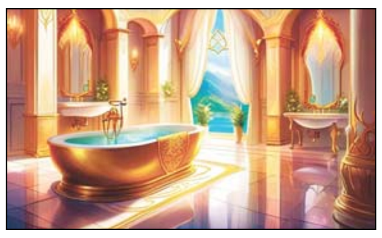

মাগরিবের পর সূরা ওয়াকিয়া পাঠের ফজিলত

ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

শীতকাল মুমিনের বসন্তকাল

ওলিউল্লাহ তাহসিন

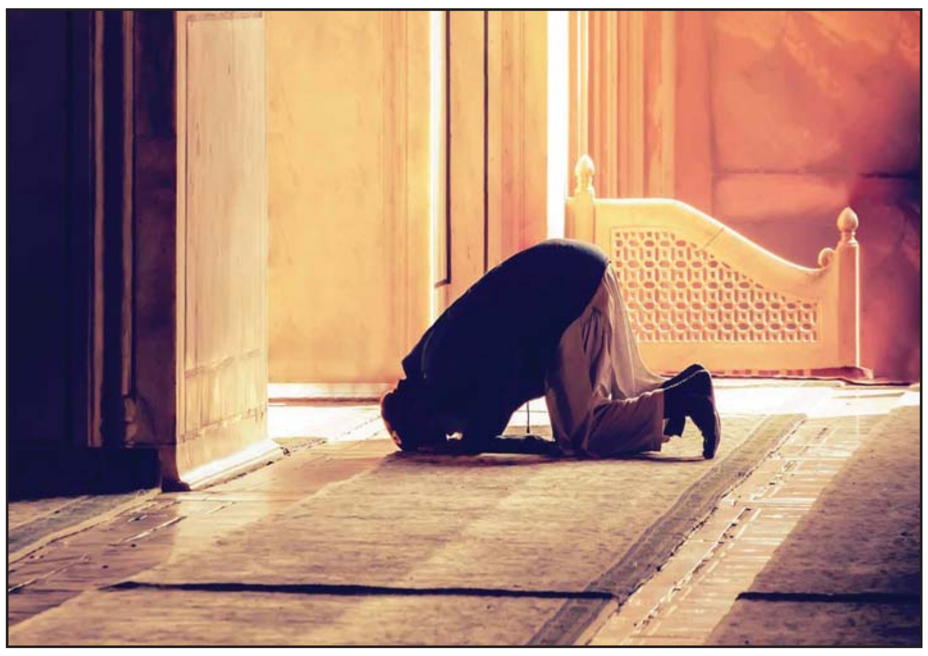

চলছে শীতকাল। চারপাশে ছড়িয়ে পরেছে শীতের আমেজ। সময়ের পরিবর্তনে এখন রাত অনেক দীর্ঘ। আর দিন হয়েছে ছোট। এসবই আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে।'(আল-ইমরান:১৯০)

আবার কখনো দিন দীর্ঘ হয়। রাত হয় ছোট। তখন গরমের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের কাজ-কর্মে এমনকি ইবাদত করতে কষ্ট হয়। কারণ গরমকালের তীব্রতা মূলত জাহান্নামের নিঃশ্বাস।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, তখন সালাত ঠাণ্ডা করে (কিছুটা বিলম্বে) আদায় করবে। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নি:শ্বাস।' (বুখারী ৫৩৩, ৫৩৪; মুসলিম ৬১৫)

কিন্তু শীতকাল তার বিপরীত। এসময় আবহাওয়া ঠাণ্ডা ও শীতল থাকায় নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত করা সহজ হয়। এজন্যই শীতকালকে বলা হয় ইবাদতের বসন্ত কাল।

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'শীতকাল হচ্ছে মুমিনের বসন্তকাল।' (মুসনাদে আহমদ:১১৭১৬)

কারণ, বসন্তকালে যেমন প্রকৃতির আসল রূপ প্রকাশ পায়, চারদিকে কোমল আবহাওয়া বিরাজ করে, গাছে গাছে নতুন পাতা ও ফুলের বাহার জন্ম নেয়, পাখিদের কলতানে আনন্দের সুরভী ছড়ায়, ফলে সবার কাছে এসময়টি হয়ে উঠে খুব প্রিয় ও পছন্দনীয়।

তেমনিভাবে একজন মুমিনের জন্য শীতকালে রাত হয় দীর্ঘ, সে রাতে নামাজ, তেলাওয়াত ও জিকির-আজকারে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। আবার দিন হয় ছোট, আবহাওয়া থাকে শীতল, ফলে তৃষ্ণা ও ক্ষুধাহীন সহজেই রোজা রাখতে সক্ষম হয়। তার কাছে এ সময়টি খুব প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়।

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শীতকাল ইবাদতকারীদের জন্য গনিমত স্বরূপ। (হিলয়াতুল আওলিয়া ১/২৬)

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,'শীতকালের রোযা হচ্ছে বিনা পরিশ্রমে যুদ্ধলব্ধ মালের অনুরূপ।' (তিরমিযী: ৭৯৭)

সাহাবায়ে কেরাম শীতকালের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। শীতকাল আসলে খুশি হতেন। শীতকালে আমল করাকে গনিমত মনে করতেন। রাত দীর্ঘ হওয়ায় নফল নামাজে লিপ্ত থাকতেন। দিন ছোট হওয়ায় এবং পানির পিপাসা না থাকায় বেশি বেশি রোজা রাখতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'হে শীতকাল! তোমাকে স্বাগত! শীতকালে বরকত নাজিল হয়; শীতকালে রাত দীর্ঘ হওয়ায় নামাজ আদায় করা যায় এবং দিন ছোট হওয়ায় রোজা রাখা যায়।(লাতাইফুল মায়ারিফ: ৪৩৫)

হযরত হাসান বসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'মুমিনের জন্য শীতকাল কতই না উত্তম! রাত তখন দীর্ঘ হয় সে নামাজ পড়ে। দিন হয় ছোট তখন সে রোজা রাখে।'([হিলয়াতুল আউলিয়া: ৪৩৫)

শীতকালে দিন অনেক ছোট হয় এবং আবহাওয়া শীতল থাকে ফলে খুব সহজেই রোজা রাখা যায়। সারা দিনে তেমন পানির তৃষ্ণা লাগেনা এবং খাবারের চাহিদাও থাকেনা। এজন্য তখন নফল রোজা রাখা সূবর্ণসময়। রোজা কাজা থাকলে তা আদায় করার অতি উপযোগী সময়। আবার রাত অনেক দীর্ঘ হয়। ফলে রাতের শুরুতে ঘুমিয়ে গেলে ফজরের অনেক আগেই ঘুম পূর্ণ হয়। তখন অনায়াসে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করা যায়।

আর একজন মুমিনের গুণ হল সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য উদগ্রীব থাকা। আল্লাহর পক্ষ হতে যখন আমলের সুযোগ আসে সে কখনই তা হাতছাড়া করতে চায় না। সুযোগকে পুঁজি মনে করে একাগ্রতার সাথে ইবাদতে মগ্ন হয়। মজবুত করে মহান রবের সাথে সম্পর্ক এবং ঠিকানা করে নেয় চিরস্থায়ী জান্নাতের সু-উচ্চ মাকামে।

যে কাজ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়

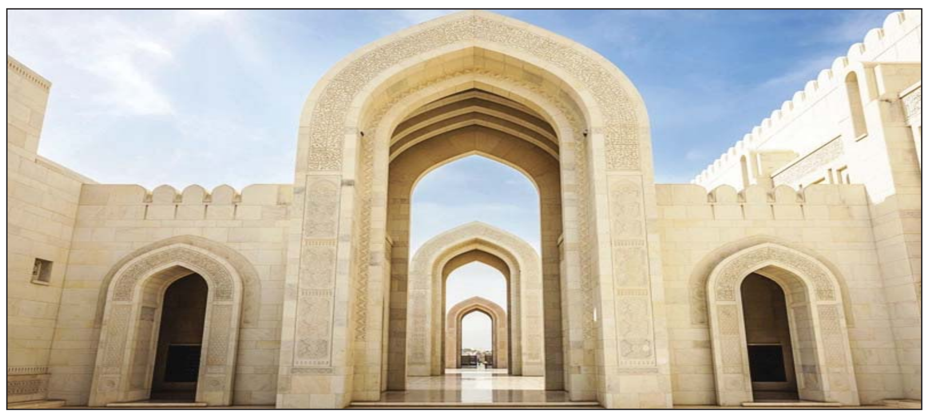

উম্মে ফারজানা

একজন সন্তান সামর্থ্যবান হওয়ার পর তার প্রধান দায়িত্ব হলো মা-বাবার প্রতি যত্ন নেওয়া, তাদের দেখভাল করা। যে সন্তান সামর্থ্যবান হওয়ার পর মায়ের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে গুরুত্ব দেবে, তার ব্যাপারে হাদিসে ফজিলতের কথা এসেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি নবী সা. জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন কাজ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়?' নবী সা. বলেন, সময়মতো নামাজ আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরপর কোন আমল?' তিনি বলেন, মা-বাবার সেবা করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরপর কোন আমল?' তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারি, হাদিস : ৫২৭)

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে সন্তান যদি সামর্থ্যবান হয় এবং মা-বাবা যদি গরিব হয়, তাহলে তাঁদের জন্য খরচ করা সন্তানের ওপর ওয়াজিব। (আল মুগনি ১১/৩৭৫)

আর যদি পিতামাতা সচ্ছল হয় কিংবা সন্তান-সন্ততি সামর্থ্যবান না হয়, তাহলে মা-বাবার ভরণ-পোষণ দেওয়া ওয়াজিব নয়। যদিও এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো, কষ্ট হলেও যথাসাধ্য মা-বাবারও ভরণ-পোষণের খরচ চালিয়ে যাওয়া। (তাবঈনুল হাকায়েক ৩/৬৪; রদ্দুল মুহতার ২/৬৭৮)

সুতরাং মা-বাবার প্রতি বিবাহিত নারীর করণীয় হলো :

১. সব সময় মা-বাবার সঙ্গে সদাচারণ এবং তাঁদের যথাসাধ্য খেদমত করবে। তাঁদের খোঁজখবর নেবে।

২. নিজস্ব অর্থ যেমন মোহরানা বাবদ প্রাপ্ত, উপার্জিত সম্পদ ইত্যাদি থেকে যথাসাধ্য মা-বাবার জন্য খরচ করবে।

৩. নিজের সামর্থ্য না থাকলে এবং মা-বাবার একান্ত প্রয়োজন হলে ঘরোয়া পরিবেশে শিক্ষকতা করে বা কোনো হস্তশিল্প কিংবা হাঁস-মুরগি পালন করে নিজের উপার্জন থেকেও সহযোগিতা করা যায়।

ইসলামের সীমারেখা মেনে বৈধ পেশা থেকে উপার্জন করে মা-বাবার জন্য কিছু করা যায়।

৪. স্বামীকে মহব্বতের সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য

আমজাদ ইউনুস

ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি ভাষাবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক দিক থেকে আরবি ভাষার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস ও অনন্য মর্যাদা আছে। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ সভার ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নম্বর সিদ্ধান্তে আরবিকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস পালন করা হয়।

সাহিত্য ও শৈল্পিক বিচারে আরবি ভাষা বিশুদ্ধ, ব্যাপক অর্থবোধক, অলংকারসমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত এক ভাষা। এই ভাষায় অনন্য ও অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচে এ ভাষার কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. ইরাব বা স্বরচিহ্ন

বাক্যে প্রতি শব্দের শেষ হরফের স্বরচিহ্ন হলো ইরাব। এ স্বরচিহ্ন পরিবর্তনশীল।

অবস্থার পরিবর্তনভেদে একটি শব্দের শেষ হরফ পেশ বা জবর বা জের বা সুকুন গ্রহণ করতে পারে, যেমন শব্দটি কর্তা (ফায়িল) হলে পেশ গ্রহণ করে, কর্ম (মফউল) হলে জবর গ্রহণ করে ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এ ধরনের স্বরচিহ্ন বর্তমানে আরবি ছাড়া হাবশি ও জার্মান ভাষায় কিছুটা আছে। স্বরচিহ্ন প্রাচীন সভ্যতার একটি নিদর্শন।

২. শব্দপ্রাচুর্য

শব্দের প্রাচুর্যে এ ভাষা অতি সমৃদ্ধ ও সুন্দর।

বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি অতি সূক্ষ্ম। প্রতিটি অর্থ প্রকাশার্থে ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দিনের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা শব্দ আছে। তেমনি চন্দ্র মাসের প্রতিটি রাতের জন্য, মাথার চুলের ও চোখের প্রতিটি অংশের জন্য, দাঁতের জন্য, দেখার, চলার, বসার, শোয়ার প্রতিটি ভঙ্গির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। এ ভাষায় একটি মাত্র ক্রিয়া দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ সম্ভব।

অন্য ভাষায় এসব অর্থ প্রকাশের জন্য কয়েকটি ক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

৩. সর্বমর্মী বচন

এ ভাষায় অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ করা যায়। শব্দ বা উচ্চারণের দিক থেকে অল্প, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক তাকেই সর্বমর্মী বচন বলা হয়। পবিত্র কুরআন-হাদিস ও আরবি সাহিত্যে সর্বমর্মী বচনের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে।

৪. সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের আধিক্য

সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের অত্যধিক সমাবেশ এই ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বছরের জন্য ২৪, আলোর জন্য ২১, অন্ধকারের জন্য ৫২, সূর্যের জন্য ২৯, বৃষ্টির জন্য ৬৪, পানির জন্য ১৭০, উটের জন্য ২৫৫, সিংহের জন্য ৩৫০টি শব্দ আছে। এমন শত-সহস্র শব্দে আরবি সমৃদ্ধ হয়ে আছে। বিপরীতার্থক শব্দেরও কমতি নেই এই ভাষায়।

৫. শব্দের অর্থের আধিক্য

একটি শব্দের বহু অর্থ হয়, এমন সব শব্দ আরবিতে অধিক হারে পাওয়া যায়। এমন শত শত শব্দ আছে, যাদের তিন, চার অথবা পাঁচটি অর্থ আছে।

৬. আওয়াজের অনুকরণে শব্দ

পাখির সুমিষ্ট স্বর ও জীবজন্তুর নানা আওয়াজের অনুকরণে আরবি ভাষায় বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। যেমন বৃষ্টি বর্ষণের রিমঝিম, মেঘ গর্জনের গুরগুর, স্রোতের কলকল ধ্বনি ইত্যাদির জন্য তাদের ভাষায় বহু শব্দ আছে। হমহমা, করকরা, বরবরা, জরজরা ইত্যাদি শব্দ উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যায়।

৭. প্রবাদ বাক্য

প্রবাদ বাক্যের জন্য আরবি বিখ্যাত। তাদের অভিজ্ঞতার ফলে এসব প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে হিকমাতুল আরব অর্থাৎ আরবদের প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়। আরবে ভালো কবিদের অনেক কবিতা প্রবাদ বাক্য হিসেবে সবার মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যেত।

টয়লেটে প্রবেশের আগে ও পরে ইসলামের ছয় নির্দেশনা

শরিফ আহমাদ

ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাদিস ও ফিকহের কিতাবে গুরুত্বের সঙ্গে পেশাব-পায়খানা সংক্রান্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়গুলো আয়ত্ত করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করার মধ্যেই দুনিয়া-আখিরাতের স্থায়ী কল্যাণ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদিস নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. টয়লেটে প্রবেশের আগের দোয়া

সাধারণত টয়লেটে জিন শয়তানরা অবস্থান করে থাকে।

এ জন্য মাথা ঢেকে জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার করে বিসমিল্লাহসহ দোয়া পড়ে টয়লেটে প্রবেশ করতে হয়, অন্যথায় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন তিনি বলতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খবাইস। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সব পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় শয়তানদের থেকে পানাহ চাচ্ছি। (বুখারি, হাদিস: ৫৮৮৩)

২. টয়লেটে গিয়ে কখন কাপড় খুলতে হয়

নারী-পুরুষের নির্ধারিত সতর ঢাকা ফরজ।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সতর খোলা সম্পূর্ণ হারাম। টয়লেটে প্রবেশ করে যথাসম্ভব বসার স্থানের কাছে গিয়ে কাপড় খুলতে হয় বা ওঠাতে হয়। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. যখন পেশাব-পায়খানা করতেন, তখন তিনি জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় ওঠাতেন না। (আবু দাউদ, হাদিস: ১৪; তিরমিজি, হাদিস: ১৪)

৩. কোন দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করতে হয়

খোলা প্রান্তর হোক কিংবা টয়লেটে সর্বাবস্থায় কাবার সম্মান বজায় রাখতে হয়।

এ সময় কখনো কাবার দিকে মুখ ও পিঠ দেওয়া যাবে না। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য সে রূপ, যে রূপ পিতা তার সন্তানের জন্য। আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি, যখন তোমরা পায়খানায় গমন করো তখন তোমরা কিবলামুখী হবে না এবং একে পেছনেও রাখবে না। আর তিনি তিনটি পাথর নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং গোবর ও ঘোড়া-গাধার মল নিতে নিষেধ করেন। উপরন্তু তিনি লোকদের ডান হাত দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করতে নিষেধ করেন।

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১৩)

৪. সর্বদা বসে পেশাব-পায়খানা করা

আল্লাহর রাসূল সা. সর্বদা বসে পেশাব করেছেন। এটাই হওয়া উচিত উম্মতের জন্য অনুকরণীয় আমল। কেননা গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরুহ। আয়েশা (রা.) বলেন, যারা তোমাকে এরূপ হাদিস শোনাবে যে রাসূল সা. দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তা তুমি সত্য বলে গ্রহণ করবে না । আমি তাঁকে বসে পেশাব করতে দেখেছি। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩০৭)

৫. বিজোড় ঢিলা-টিস্যু ব্যবহার করা

পেশাব-পায়খানার পর যথানিয়মে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। পেশাবের পর পুরুষের কর্তব্য হলো পেশাবের ফোঁটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত টিস্যু ধরে রাখা। তারপর পানি ব্যবহার করা। আর পায়খানার ক্ষেত্রে পুরুষের করণীয় পেছনের দিক থেকে ঢিলা-টিস্যু ব্যবহার শুরু করা। আর নারীরা সর্বাবস্থায় সামনের দিক থেকে টিস্যু ব্যবহার করে পানি ব্যবহার করবে। আবু হুরায়রা (রা.)থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন অজু করে তখন সে যেন নাকে পানি দেয়। এরপর সে যেন নাক ঝেড়ে নেয়। আর যে ইস্তিঞ্জা করে সে যেন বিজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন অজুর পানিতে হাত ঢোকানোর আগে তা ধুয়ে নেয়। কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে। (বুখারি, হাদিস : ১৬১)

৬. টয়লেটে ডান হাত ব্যবহার নিষিদ্ধ

টয়লেটে শৌচকাজের জন্য বাঁ হাত ব্যবহার করতে হয়। আবু কাতাদা (রা.) বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন পানি পান করবে সে যেন তখন পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। আর তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে সে যেন ডান হাতে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং তোমাদের কেউ যখন শৌচকাজ করবে, তখন সে যেন ডান হাতে তা না করে। (বুখারি, হাদিস: ৫২২৮)

৫. পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকা

পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। সাবধানতা অবলম্বন না করার পরিণতি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল সা. একবার দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় তিনি বলেন, এদের কবরে আজাব দেওয়া হচ্ছে । কোনো কঠিন পাপের জন্য তাদের আজাব হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অন্যজন চোগলখুরি করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙে দুই ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা., এরূপ কেন করলেন? তিনি বলেন, হয়তো তাদের আজাব কিছুটা লাঘব করা হবে। যত দিন পর্যন্ত এটি না শুকাবে। (বুখারি, হাদিস: ২১৮)

৬. টয়লেট থেকে বের হওয়ার দোয়া

টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করতে হয়। আর দোয়া পড়তে হয়। হাদিসে দুটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে। গুফরানাকা শব্দটি বাড়িয়ে দোয়া দুটি একসঙ্গে পড়া যায়। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, যখন নবী সা. টয়লেট থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আজহাবা আননিল আজা ওয়াফানি।' অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং নিরাপত্তা দান করেছেন। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩০১)

কুরআনের বর্ণনায় দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার কয়েকটি আমল

মুহাম্মদ মর্তুজা

দুশ্চিন্তা মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। প্রতিটি মানুষই তা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজে, পবিত্র কুরআন-হাদিসে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার বহু আমল সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আমল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১. তাকওয়া অবলম্বন : যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জীবনটা সহজ করে দেবেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন, এবং তিনি তাকে তাঁর ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক।
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা।' (সুরা : তালাক, আয়াত : ২-৩)

২. নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া : দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হয় নামাজের মাধ্যমে।
এ কারণে যারা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে চায়, তাদের উচিত নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। রাসূল সা. নিজেও কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজ আদায় করতেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩১৯)

৩. তাওবা-ইস্তেগফার : পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, এবং তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। (সুরা : নুহ, আয়াত : ১০-১২)
অর্থাৎ তাওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, তার রিজিক ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করেন। যেগুলো দুনিয়াতে দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হয়।

৪. ইবাদতে মগ্ন থাকা : দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম অস্ত্র হলো আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন রাখার চেষ্টা করা। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, মহাপবিত্র আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে মগ্ন হও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব।
তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার অন্তর পেরেশানি দিয়ে পূর্ণ করব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব না। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১০৭)

৫. দোয়া : মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে, তার উচিত মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়ায় লিপ্ত হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বলো, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৬)

৬. আল্লাহর ওপর আস্থা : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। (সুরা : তালাক : ০৩)

৭. অধিক দরুদ পাঠ : অধিক দরুদ পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, 'আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর দশবার রহমত নাজিল করবেন, তাঁর দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁর জন্য দশটি মর্যাদা উন্নীত করা হবে। (নাসায়ি, হাদিস : ১২৯৭)

সূরা আলায় আখিরাতকে স্মরণ

ফেরদৌস ফয়সাল

সূরা আলা পবিত্র কুরআনের ৮৭তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। ১ রুকু, ১৯ আয়াত। সূরার শুরুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে পথ দেখিয়েছেন। রাসূল সা. কখনো তাঁর আদেশ ভুলে যাবেন না। আল্লাহর অসীম জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে মানুষকে সৎ উপদেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
আল্লাহকে যে ভয় করে, সে মহানবীর সা. উপদেশ গ্রহণ করবে এবং পরকালে সফল হবে।
সূরার ১ থেকে ৫ আয়াতে আল্লাহ সৃজনশীলতার কথা বলা হয়েছে। তিনি সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও অবদানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ৬ থেকে ৯ আয়াতে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর তাঁর অবদান ও উপদেশের কথা বলেছেন। ১০ থেকে ১৫ নম্বর আয়াতে সব মানুষের প্রতি দেওয়া আল্লাহর উপদেশ মান্য ও অমান্য করার ফলাফল দুনিয়া ও আখিরাতে কী হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৬ থেকে ১৭ আয়াতে আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন। দুনিয়াকে আখিরাতের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার কারণেই এই অমান্যতা। সবশেষে আল্লাহ বলেছেন, তাঁর এই উপদেশ মানুষের জন্য চিরন্তন। অন্যান্য জাতির প্রতিও একই উপদেশ।
সূরা আলার শুরুতেই আল্লাহ তাঁর সুমহান নামের পবিত্রতা বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আখিরাতের বর্ণনা

এ সূরায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। শুরুর আয়াতগুলোতে আল্লাহর সত্তা এবং তার গুণাবলির তাসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সর্বোত্তম আকার দিয়েছেন এবং সফলতা ও ঈমানের পথ দেখিয়েছেন।
কুরআন মুখস্থ করা সহজ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। রাসূল সা.-কে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'আপনি চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্মিক পরিশোধনের জন্য কুরআনের মাধ্যমে নসিহত প্রদান করুন। যার অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি থাকবে তার অবশ্যই নসিহত কবুল হবে।'
কোরআনে আছে, 'আমি তোমাকে আবৃত্তি করাব যাতে তুমি ভুলে না যাও, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ করা হয়েছে ও যা প্রকাশ করা হয়নি। আমি তোমার জন্য পথ সহজতম করে দিয়েছি।
সুতরাং তুমি উপদেশ দাও, যদি সে উপদেশ কাজে লাগে। যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। যে নিতান্তই হতভাগ্য সে তা উপেক্ষা করবে। সে মহা আগুনে প্রবেশ করবে। তারপর সেখানে সে মরবেও না, বেঁচেও থাকবে না।'
সূরার শেষে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি নিজেকে পাপ থেকে পবিত্র রাখবে সে ভালো আগ্রহ ও চিন্তাচেতনার অধিকারী হবে। তার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব সৃষ্টি হবে। সে দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেবে না। সে সফল হবে। সমস্ত সহিফা ও শরিয়তে এই মূলনীতিই উল্লেখ করা হয়েছে।
কোরআনে আছে, 'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে, (কারণ) সে পবিত্র আর তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ পড়ে। তবু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও পরবর্তী জীবন আরও ভালো ও স্থায়ী। এ তো (লেখা) আছে পূর্বের গ্রন্থে, ইব্রাহিম ও মুসার গ্রন্থে।' (আয়াত: ১৪–১৯, কোরানশরিফ

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

আপনি কিভাবে পরিবর্তন করবেন নেতৃত্ব?

* প্রথমত, পরিবর্তনের প্রয়োজন তৈরি করুন। আদর্শভাবে, আপনার ৭৫ শতাংশ দর্শক পরিবর্তনের গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া উচিত।
* মদিনার জনসংখ্যার মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব তাদের শান্তিতে বসবাস করার জন্য একটি চাপের প্রয়োজন তৈরি করেছিল এবং তারা মুহাম্মদের সংস্কারে খুশি ছিল। কারণ তারা আগে থেকেই নিরাপত্তা অর্জনের গুরুত্বে বিশ্বাসী ছিল।
* শ্রোতারা তাদের শহরটিকে নিরাপদ বলে কল্পনা করতেন, যেমন তারা মক্কাকে হতে জানত। পরিবর্তনের জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করুন। এটি যাতে লোকেরা বুঝতে পারে আপনি ঠিক কী চান, যেন তারা দেখতে পান যে এটি তাদের সামনে রাখা হয়েছে।
* মুহাম্মদ একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ মদিনার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, আমি মদিনাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি ঠিক যেমনটি আব্রাহাম মক্কাকে করেছিলেন।
* শ্রতারা তাদের জনপদকে একটি নিরাপদ অবস্থানে দেখতে চাইতো; যেমনটি তারা মক্কার নিরাপত্তার বিষয়ে জানত।
* যারা পরিবর্তনে বিশ্বাসী তাদের সাথে কাজ করুন, কারণ তাদের মধ্যে উচ্চ-র্যাঙ্কিং অব ডেস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
* মুহাম্মদ মদিনার নেতৃত্বের মধ্যে থেকে সমর্থকদের চেয়েছিলেন যারা বদরে কুরাইশদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করবে, সাদ ইবনে মুয়াদের মতো লোকদের ওপর জয়লাভ করবে, একজন গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় নেতা যিনি মুহাম্মদের পেছনে তার সমর্থন নিক্ষেপ করেছিলেন।

নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ

নেতারা ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, যেমন কঠিন লোকেদের সাথে মোকাবেলা করা, সমস্যা সৃষ্টিকারী বা যারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের পা টেনে নেয়। নবী মদিনার মধ্যে দু'টি প্রধান গোষ্ঠীর দ্বারা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন- যাদেরকে আমি 'সমস্যা সৃষ্টিকারী' বলব- অন্যথায় একটি ভিন্ন গোষ্ঠী যারা অনুভব করেছিল যে তাদের স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে এবং 'বিরোধকারী' যারা কাইনুকার ইহুদি গোত্রের চার পাশে একত্র হয়েছিল।
আমরা দেখব কিভাবে মুহাম্মদ তাঁর নেতৃত্বের উভয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন, এটি আপনাকে বিরোধীদের সাথে মোকাবেলা করতে কীভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে তা দেখতে।

সমস্যা সৃষ্টিকারী

কেউ কেউ নবী যে পরিবর্তনটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছিলেন তা প্রতিরোধ করেছিল, কারণ তিনি তাদের স্বার্থ এবং তারা অভ্যস্ত অবস্থার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন। তারা মুহাম্মদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঝামেলা সৃষ্টি করে অশান্তি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গড়ে কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বকে দুর্বল করা। মসজিদ থেকে মদিনা মসজিদ, যা আল-দিরার নামে পরিচিত হয়েছিল।

মসজিদ

তারা কোনো নির্দিষ্ট গোত্র বা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেনি, বরং তাদের নিজস্ব ভিন্ন কারণে পরিবর্তনের বিরোধিতাকারী ব্যক্তিদের সমষ্টি ছিল এবং যাদেরকে কুরআন 'ভণ্ড' বলে অভিহিত করেছে।
আমরা তাদের সংখ্যা জানি না বা তারা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার গোষ্ঠীর অন্তর্গত কি না তা জানি না। তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যিনি বদরের যুদ্ধের পর অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
(ক্রমশ...)

ইবাদতে ব্যস্ত থাকা ব্যক্তির জন্য আল্লাহর সুসংবাদ

সাখাওয়াত উল্লাহ

অবসর মানে ব্যস্ততা থেকে খালি হওয়া। ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার অর্থ হলো, আখিরাতের জীবনকে সামনে রেখে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালিত করা। মহান আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে তাঁর ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। আমি তোমার বক্ষ অভাবমুক্ত করে দেব এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করে দেব।
আর যদি সেটা না করো (অর্থাৎ আমার ইবাদতের জন্য অবসর না হও), তবে তোমার দুই হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার অভাব-অনটনের পথ কখনো বন্ধ করব না।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৬৬)
অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহলে আমি তোমার অন্তর ধনী বানিয়ে দেব এবং তোমার দুই হাত রিজিক দিয়ে পূর্ণ করে দেব। হে আদম সন্তান! আমার (ইবাদত) থেকে দূরে সরে যেয়ো না! তবে আমি তোমার হৃদয় দারিদ্র্য দিয়ে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দুই হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।' (মুস্তাদরাক হাকেম, হাদিস : ৭৯২৬)
সব কাজ থেকে যথা সময়ে নিজেকে অবসর করে নিয়ে আল্লাহর অভিমুখী হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সা.-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার রবের দিকে রুজু হও।' (সুরা : ইনশিরাহ, আয়াত : ৭-৮)
এ আয়াতের তাফসিরে ইবনু কাসির (রহ.) বলেন, 'যখন তুমি দুনিয়ার কাজকর্ম ও ব্যস্ততা থেকে অবসর হবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হবে, তখন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করো এবং অন্তরকে খালি করে সক্রিয়ভাবে ইবাদত সম্পাদন করো। আর নিয়ত ও আগ্রহকে একমাত্র তোমার রবের জন্য বিশুদ্ধ করো।' (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৮/৪৩৩)
ইবাদতের জন্য অবসর তিন ভাগে বিভক্ত : (১) মনের অবসর, (২) শরীরের অবসর ও (৩) সময়ের অবসর।
মনের অবসর : মনের অবসর হলো, গভীর মনোযোগী হয়ে ইবাদত করা, অন্তরকে লৌকিকতামুক্ত করা, নিয়ত পরিশুদ্ধ করা।
শরীরের অবসর : শরীরের অবসর হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করা এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে জিকরে ব্যস্ত রাখা, সত্য কথা বলা, লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, পেট হারাম খাদ্য থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি।
সময়ের অবসর : সময়ের অবসর হলো, নির্দিষ্ট সময় ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখা। যেমন : প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য সময় বরাদ্দ রাখা, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি।
সব কিছুর ওপর আল্লাহর ইবাদতের অগ্রাধিকার ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো, দুনিয়ার সব কাজের ওপর আল্লাহর আনুগত্য প্রাধান্য দেওয়া। কেননা দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।
তবে ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। কারণ সামর্থ্যের অতিরিক্ত আমল করা শুরু করলে কয়েক দিন পরে সেটাতে বিরক্তি চলে আসবে। তাই ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। নবী করিম সা. বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাকো। কারণ আল্লাহ (সওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমল সম্পাদনে) ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আর আল্লাহর কাছে ওই আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হলেও নিয়মিত করা হয়।' (বুখারি, হাদিস : ৫৮৬১)
আল্লাহর ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার সর্বশেষ স্বরূপ হলো, ইবাদতে ইস্তিকামাত তথা অবিচল থাকা। আর ইবাদতে অবিচল থাকার অর্থ হচ্ছে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত আল্লাহর আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তোমরা তাঁর দিকেই দৃঢ়ভাবে গমন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।' (সুরা : হা-মিম সাজদাহ, আয়াত : ৬)
মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

মাগরিবের পর সূরা ওয়াকিয়া পাঠের ফজিলত

আপনজন ডেস্ক: সূরা আল-ওয়াকিয়া নামের অর্থ, নিশ্চিত ঘটনা। এটি পবিত্র কুরআন শরীফের ৫৬তম সূরা। এই সূরার আয়াত সংখ্যা ৯৬, রুকু আছে ৩টি। সূরা আল-ওয়াকিয়াহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়, পারার ক্রম হচ্ছে ৩০।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, সে কখনো ক্ষুধায় কষ্ট ভোগ করবে না।'
এই সূরা পাঠ করলে দরিদ্রতা গ্রাস করতে পারেনা। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাতে সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবে তাকে কখনো দরিদ্রতা স্পর্শ করবে না।
হজরত ইবনে মাসউদ রা. তার মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা তেলাওয়াত করার আদেশ করতেন। (বাইহাকি:শুআবুল ঈমান-২৪৯৮)
হজরত ইবনে মাসউদ রা. মৃত্যুর আগে বলেন, 'তাদের (ইবনে মাসউদের সন্তানদের) জন্য আমি সূরা ওয়াকিয়াহ রেখে গেলাম।'
এই সূরা পাঠ করলে কেউ কখনো গরীব হবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিরাত্রে সূরা ওয়াক্বিয়াহ তিলাওয়াত করবে সে কখনো অভাবগ্রস্ত থাকবে না।'

অনলাইনে বিদেশি হজযাত্রীদের নিবন্ধন শুরু

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের হজযাত্রীদের অনলাইনে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে সৌদি আরব। গত সোমবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশটির হজ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে 'নুসুক হজ' প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে এ নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়। এতে বিশ্বের যেকোনো দেশের মুসলিমরা সপরিবারে আবেদন করতে পারবেন। সৌদি বার্তা সংস্থা এসপিএ এ তথ্য জানায়।
সৌদি গেজেট সূত্রে জানা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ওশেনিয়া মহাদেশের হজযাত্রীরা নিবন্ধন করতে পারবেন।
এ জন্য প্রথমে ই-মেইল দিয়ে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এরপর তালিকা থেকে নিজ দেশ নির্বাচন করে পাসপোর্ট, নাগরিক সনদ, ব্যক্তিগত ছবির কপিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে hajj.nusuk.sa ওয়েবসাইট থেকে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।
বিদেশি হজযাত্রীদের ডিজিটাল সেবা দিতে 'নুসুক হজ' অ্যাপ চালু হয়। এটি ওয়ানস্টপ শপ প্ল্যাটফরম। এ প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে হজ প্যাকেজ বুকিং দেওয়া, পরিষেবা সংস্থা সম্পর্কে জানাসহ প্রয়োজনীয় সব সেবা লাভের সুযোগ রয়েছে।
পবিত্র হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের ওপর তা পালন করা ফরজ।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০২৪ সালের ১৪ জুন পবিত্র হজ শুরু হবে এবং ১৬ জুন পবিত্র ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে।
করোনা মহামারির পর ২০২৩ সালে প্রথমবার পূর্ণাঙ্গ ধারণ ক্ষমতা ব্যবহার করে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়।
এতে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫ জন অংশ নেন, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯১৫ জন বিদেশি হজযাত্রী।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: ছয়ে ছয় বানিয়ে রেকর্ড ক্লপের

আপনজ ডেস্ক: বার্নলির মাঠে গতকাল রাতেই ইঙ্গিতটা দিয়ে রাখলেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। স্বাগতিকদের ২-০ গোলে হারিয়ে মৌসুমের অর্ধেক পথে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে লিভারপুল। ১৯ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির। 'বক্সিং ডে'তে এই জয়ে একটি রেকর্ডও গড়লেন ক্লপ।
ফুটবলের পরিসংখ্যান বিষয়ক 'এক্স' হ্যান্ডল 'অপটা জো' জানিয়েছে, ক্লপ ২০১৫ সালে লিভারপুলের কোচ হয়ে আসার পর তাঁর অধীনে প্রিমিয়ার লিগে 'বক্সিং ডে'তে সব ম্যাচ জিতেছে ক্লাবটি। ৬ ম্যাচে ডাগ আউটে দাঁড়িয়ে কখনো হারেননি ক্লপ। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে 'বক্সিং ডে'তে এটাই কোনো কোচের সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড।
ফুটবলের পরিসংখ্যান বিষয়ক ওয়েবসাইট 'স্কোয়াকা' জানিয়েছে, চেলসির বর্তমান কোচ মরিসিও পচেত্তিনোও 'বক্সিং ডে'তে প্রিমিয়ার লিগে পাঁচ ম্যাচে ডাগ আউটে দাঁড়িয়ে সবগুলোই জিতেছেন। তাঁরও জয়ের রেকর্ড শতভাগ। কিন্তু ক্লপ এক ম্যাচ বেশি জেতায় এই শতভাগ জয়ের তালিকাতেও এগিয়ে। তাঁর জেতা ৬ ম্যাচে লিভারপুল গোল করেছে ১৯টি। হজম? গত বছর বক্সিং ডে-তে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছিল লিভারপুল। ভিলার ওলি ওয়াটকিনসের করা সেই গোলটি লিভারপুলে ক্লপ-জমানায় বক্সিং ডেতে হজম করা একমাত্র গোল। আর এ সময়ে বক্সিং ডে-তে লেস্টার সিটির বিপক্ষে ২ ম্যাচ এবং সোয়ানসি, নিউক্যাসল, অ্যাস্টন ভিলা ও বার্নলির বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল।
এই ৬ ম্যাচে লিভারপুলের জয়ের স্কোরকার্ডও জানিয়ে রাখা যায়–২০১৫ সালে লেস্টারের বিপক্ষে ১-০, ২০১৭ সালে সোয়ানসির বিপক্ষে ৫-০, ২০১৮ সালে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ৪-০, ২০১৯ সালে লেস্টারের বিপক্ষে ৪-০, ২০২২ সালে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৩-১ এবং গতকাল রাতে বার্নলির বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস' জানিয়েছে, বক্সিং ডে-তে সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৯১ ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল। ৪৪ জয়, ২৪ ড্র ও ২৩ হার। শুধু কী তাই, ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে লড়াই করা লিভারপুল সে বছর বড়দিন এবং বক্সিং ডে-তেও (বড়দিনের পরদিন) ম্যাচ খেলেছিল! সে বছরই বড়দিনে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল। ১৯৯২ সালে প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর বক্সিং ডে-তে ২৫ ম্যাচ খেলে ১৫ জয় পেয়েছে লিভারপুল। ৫ ড্র এবং হেরেছে ৫ ম্যাচ।
প্রসঙ্গ যেহেতু বক্সিং ডে নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দিনে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে কোন দল? তার উত্তর দেওয়ার আগে এই তথ্যটি জানিয়ে রাখা ভালো, নথিবদ্ধ ইতিহাস অনুসারে বক্সিং ডেতে প্রথম ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়েছে ১৮৬০ সালে। সে ম্যাচে হ্যালাম এফসির মাঠে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল শেফিল্ড এফসি। এবার বক্সিং ডে-তে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে কোন দল–সে উত্তর দেওয়া যাক–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের দলগুলোর মধ্যে বক্সিং ডেতে ৯৩ ম্যাচ খেলে ৫৩ জয় পেয়েছে ইউনাইটেড। ১৯৭৮ সালের পর থেকে বক্সিং ডে-তে কখনো হারেনি ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি। প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর এই দিনে ২৭ ম্যাচের ২১টি জিতেছে ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর থেকেও এই দিনে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড ক্লাবটির। ইউনাইটেডের পর সব মিলিয়ে বক্সিং ডেতে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড অ্যাস্টন ভিলার। তাঁরা জিতেছে ৪৬ ম্যাচ। ৪৪ জয় নিয়ে তিনে লিভারপুল। ৪৩টি করে ম্যাচ জিতেছে এভারটন ও ম্যানচেস্টার সিটি।

এলগারের সেঞ্চুরিতে ভারতকে পেছনে ফেলে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: ভারতের বিপক্ষে দুই টেস্ট খেলেই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা আগেই দিয়েছেন ডিন এলগার। সেই শেষের শুরুটা স্বপ্নিল হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই অধিনায়কের। সেঞ্চুরিয়নে ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিনি হাঁকিয়েছেন সেঞ্চুরি। সুপার স্পোর্ট পার্কে চারের ফুলঝুরি ছুটিয়েই তিন অঙ্কের জাদুকরি স্কোর ছুঁয়েছেন তিনি।
এলগারের শতরানে প্রথম ইনিংসে বড় লিডের স্বপ্ন হয়তো দেখছে প্রোটিয়ারা। কাগিসো রাবাদা-নন্দ্রে বারগারদের বোলিং তোপে রোহিত শর্মার দলতে ২৪৫ রানে আটকে ফেলে আলোর স্বল্পতায় খেলা বন্ধ হওয়ার সময় এলগারের শতরানে ভর করে ৫ উইকেটে ৬৬ ওভারে ২৫৬ রান করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের চেয়ে তারা এগিয়ে ১১ রান। হাতে আছে ৫ উইকেট।
১৪০ রানে অপরাজিত ছিলেন এলগার। ২১১ বলে ২৩টি চারে ইনিংসটি সাজিয়েছেন তিনি। প্রোটিয়াদের শুরুটা হয় নড়বড়ে। দলীয় ১১ রানে আউট হন এইডেন মারক্রাম। দ্বিতীয় উইকেটে টনি ডি জোর্জির সঙ্গে ৯৩ রান যোগ করে দলকে পথে ফেরান এলগার। কিন্তু জোড়া আঘাতে ৯ রানের ব্যবধানে জোর্জি (২৮ রান) এবং কিগান পিটারসেনকে (২ রান) আউট করে ভারতকে ম্যাচে ফেরান জাসপ্রিত বুমরাহ। ১১৩ রানে তৃতীয় উইকেট হারানোর পর ডেভিড বেডিংহামের সঙ্গে শতরানের জুটি গড়ে ওই ধাক্কা সামলে প্রোটিয়াদের ভালো অবস্থানে পৌঁছে দেন এলগারই। মোহাম্মদ সিরাজের বলে বোল্ড হওয়ার আগে বেডিংহাম করেন ৫৬ রান। এর আগে ৮ উইকেটে ২০৮ রান নিয়ে গতকাল প্রথম ইনিংসে ২৪৫ রানে অল আউট হয় ভারত। আগের দিন ৭০ রানে অপরাজিত থাকা লোকেশ রাহুলই করেছেন এর বেশির ভাগ। পূরণ করেছেন সেঞ্চুরিও। ক্যারিয়ারে অষ্টম এবং সেঞ্চুরিয়নে টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি এটা রাহুলের। অবশ্য তিন অঙ্কের জাদুকরী স্কোর ছোঁয়ার পরপর আউট হয়ে যান তিনি। ১৪টি চার এবং ১টি ছক্কায় ১৩৭ বলে ১০১ রানের কার্যকর শতরান করে ভারতের শেষ ব্যাটার হিসেবে অভিষিক্ত নন্দ্রে বারগারের বলে আউট হন তিনি। প্রথম দিনই ৫ শিকার ঝুলিতে ভরেছিলেন স্পিডস্টার কাগিসো রাবাদা।

নিজের জায়গায় পছন্দের ব্যাটসম্যানের নাম বলে সমালোচিত ওয়ার্নার

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বিপক্ষে সিডনি টেস্ট দিয়ে সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে 'বিদায়' বলবেন ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁর জায়গায় কে ওপেন করবেন, সেটাই এখন প্রশ্ন। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের হাতে বিকল্প আছে কয়েকটি।
মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ম্যাথু রেনশ–ওপেনার হিসেবে এই নামগুলোও বেশি শোনা যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার অনেক সাবেক ক্রিকেটারই তাঁদের মধ্য থেকে নিজেদের পছন্দের নাম বলেছেন। তবে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্নার নিজেই তাঁর জায়গায় পছন্দের ব্যাটসম্যানের নাম জানিয়েছেন, যেটাকে খুব একটা ভালোভাবে নেননি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক নির্বাচক জেমি কক্স।
২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকের ভূমিকা পালন করা কক্স সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'খুবই বিস্মিত হলাম। কখনো শুনিনি যে কোনো বর্তমান খেলোয়াড় তার উত্তরসূরি ঠিক করে দিচ্ছে। এখানে কী সমস্যা? "প্রশ্নটি আমার জন্য নয়, জর্জ বেইলির (বর্তমান প্রধান নির্বাচক) জন্য"–এটা বললে কি সমস্যা হতো? আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'
যে পাঁচজন ওয়ার্নারের জায়গা নেওয়ার দৌড়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে হ্যারিস, ব্যানক্রফট, রেনশ ওপেনার। গ্রিন ও মার্শ মূলত মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। তবে দলের সমন্বয়ের জন্যই তাঁদের দিয়ে ওপেনিং করানোর কথা ভাবা হচ্ছে। সবাই আছেন দারুণ ছন্দেও। পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে শতক করেছেন হ্যারিস।
সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়া 'এ' ও প্রধানমন্ত্রী একাদশের হয়ে অনেক রান করেছেন রেনশ। ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিপক্ষে পাকিস্তানের বিপক্ষে শতকও করেছেন। অন্যদিকে শিল্ড ক্রিকেটে ২০২১ সালের পর থেকে ১২ টি শতক করেছেন ব্যানক্রাফট, যা হ্যারিস ও রেনশর শতকসংখ্যার দ্বিগুণ। মার্শ ও গ্রিন তো টেস্ট দলেই আছেন।
ওয়ার্নার আগেই জানিয়েছেন, তাঁর জায়গায় ওপেনার হিসেবে হ্যারিসকেই পছন্দ। কেন, সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই রান সংগ্রাহক। সঙ্গে ওয়ার্নার এটাও বলেছেন, এ কাজ নির্বাচকেরাই করবেন, 'কঠিন প্রশ্ন। এটা অবশ্যই নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার। তবে আমার জায়গা থেকে যেটা বুঝি, এই মুহূর্তে যে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে এবং আলোচনায় আছে–আমার মনে হয় হ্যারিসই সেই ব্যক্তি। সেদিন (প্রস্তুতি ম্যাচ) শতক তুলে নিয়েছে। অন্য কিছু ম্যাচে সুযোগ নষ্ট করেছে। তবে পরবর্তীদের মধ্যে সুযোগ পাওয়ার তালিকায় সে-ই এগিয়ে। যদি নির্বাচকেরা তার ওপর আস্থা রাখেন, তাহলে আমি নিশ্চিত, সে নিজের খেলাটা খেলতে পারবে।'
মেলবোর্ন টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৮ রান করেছেন ওয়ার্নার। ৩৮ রানের ইনিংসে খেলার পথে স্টিভ ওয়াহকে ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের চূড়ার দেখা পান তিনি।
ওয়ার্নারের রান এখন ১৮৫১৫। ৪৬০ ইনিংসে ৪৯ শতক ও ৯৩ অর্ধশতকে তাঁর ব্যাটিং গড় ৪২.৫৬। মেলবোর্ন টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৭০ তুলেছে পাকিস্তান। এর আগে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৩১৮ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। ৩ জানুয়ারি থেকে সিডনিতে শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট।

নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশের আরও একটি ঐতিহাসিক জয়

আপনজন ডেস্ক: ওয়ানডের পর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এবার টি-টোয়েন্টিতেও প্রথম জয়ের দেখা পেলো বাংলাদেশ। এদিন আগে ব্যাটিং করে বাংলাদেশি বোলারদের তোপের মুখে ১৩৪ রানের পুঁজি পায় নিউজিল্যান্ড। জবাবে লিটন কুমার দাসের অপরাজিত ৪২ রানে ৮ বল বাকি থাকতেই জয় পায় নাজমুল হোসেন শান্তর দল।
বোলিংয়ে ২ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ১৬ বলে ১৯ রান করেন শেখ মেহেদী। ১৩৫ রান তাড়া করতে নেমে ম্যাচটি নিয়ন্ত্রণেই ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু ১ রানের ব্যবধানে তাওহীদ হৃদয় ও আফিফ হোসেনের বিদায়ে মৃদু চাপে পড়েছে বাংলাদেশ। শেষ ওভারে জয়ের জন্য টাইগারদের প্রয়োজন ৩৭ রান।
অধিনায়ক শান্তর মতো সৌম্য দারুণ ছন্দে ছিলেন। ইতোমধ্যে দুই চার ও এক ছক্কা আসে তার ব্যাট থেকে। কিন্তু অধিনায়কের মতো তিনিও উইকেট ছুড়ে দিলেন। কিউই পেসার সিয়ার্সের বল ক্রস খেলতে গিয়ে বোল্ড হন তিনি। তার ব্যাট থেকে আসে ১৫ বলে ২২ রান। ৬ ওভারের পাওয়ার প্লেতে ২ উইকেট হারিয়ে ৪২ রান তুলেছে বাংলাদেশ।
১৪ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন ৯৩ রান। শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। আগের বলেই দারুণ এক শটে চার মারেন। ঠিক তার পরের বলে জিমি নিশামকে বেড়িয়ে এসে খেলতে গিয়ে কাভারে ধরা পড়লেন তিনি। শান্তর ব্যাট থেকে আসে ১৪ বলে ১৯ রান। ৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৩৮ রান। প্রথম ওভারে টিম সাউদিকে ছক্কা হাঁকিয়ে রানের খাতা খোলেন রনি তালুকদার। পরের ওভারেও আগ্রাসি ছিলেন তিনি, তবে বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। অ্যাডাম মিলনেক মিড উইকেটে উড়িয়ে মারতে গিয়ে কাভারের ভিতরেই বল তুলে দেন রনি। সহজ ক্যাচটি তালুবন্দি করেন সাউদি। ২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ১৭ রান।

ভোটার দিবসে জেলা প্রশাসনের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন

অমরজিৎ সিংহ রায়●বালুরঘাট

আপনজন ডেস্ক: ভোটার দিবসকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন। একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বুধবার বালুরঘাটে ইনডোর স্টেডিয়ামে দুদিনের এই ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) বিবেক কুমার, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মোঃ নাসিম সহ

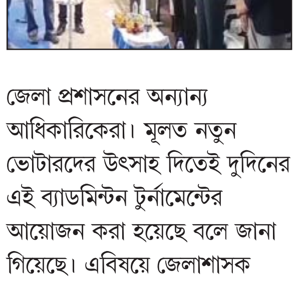

জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা। মূলত নতুন ভোটারদের উৎসাহ দিতেই দুদিনের এই ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'জাতীয় ভোটার দিবসকে সামনে রেখে আমরা নানা ধরনের কর্মসূচি নিয়ে থাকি। মূলত নতুন ভোটারদের উৎসাহ দেবার জন্য বিভিন্ন কলেজ থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী ক্লাবের ছাত্রীদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ দেবার মতো অনুষ্ঠান করে থাকি। যারা নতুন ভোটার হবেন, অথবা যার আগে থেকেই ভোটে রয়েছেন তাদের ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, পরিমার্জন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করবার জন্য এই ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আশা করছি আমরা এর মাধ্যমে ভীষণ সাড়া পাবো, বিশেষ করে যারা নতুন ভোটার রয়েছে তাদের দের কাছ থেকে।'

গোলে হলান্ড-এমবাপ্পেকেও ছাড়িয়ে রোনাল্ডো

আপনজ ডেস্ক: ৩৮ বছর বয়সী ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, যাঁকে ২৩ ও ২৫ বছর বয়সে সেরা ফর্মে থাকা দুজন টগবগে তরুণও ধরতে পারলেন না! ৩৮ বছর বয়সে সর্বোচ্চ গোলের পরিসংখ্যানে সেই দুই তরুণ–কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আর্লিং হলান্ডকে যিনি টেক্কা দিতে পারেন, তাঁকে কি শুধুই 'সেরা'র বৃত্তে ব্র্যাকেটবন্দী করবেন, নাকি সত্যিকারের কিংবদন্তিরা কেমন হয়, সেটা অনুচ্চারে প্রকাশ করা রোনাল্ডোর এই গোলের 'বার্তা' থেকে বুঝেও নেওয়া যায়!
সৌদি প্রো লিগে গতকাল রাতে আল ইত্তিহাদের মাঠে আল নাসরের ৫-২ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করেন রোনাল্ডো। দুটো গোলই পেনাল্টি থেকে। ৬৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় সময়ের সেরা তিন খেলোয়াড়–হ্যারি কেইন, এমবাপ্পে ও হলান্ডকে পেছনে ফেলে শীর্ষে ওঠেন রোনাল্ডো। এ নিয়ে মোট ৫৩ গোল হলো পর্তুগিজ কিংবদন্তির। তাঁর ক্লাব আল নাসর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) এ নিয়ে করা পোস্টে লিখেছে, 'আল নাসর অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ইত্তিহাদের বিপক্ষে আজ নিজের ৫৩তম গোলটি তুলে নিয়ে ২০২৩ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন। তিনি পেছনে ফেললেন কিলিয়ান এমবাপ্পে ও হ্যারি কেইনকে, যাঁরা ৫২টি করে গোল করেছেন।' শীর্ষ তিনে থাকতে না পারায় সিটি তারকা আর্লিং হলান্ডের নামটা সম্ভবত নেয়নি আল নাসর। হলান্ডের গোলসংখ্যা ৫০।

বলছেন পেলের ছেলে–বাবা বেঁচে থাকলে ব্রাজিলের এই অবস্থা দেখে কষ্ট পেতেন

আপনজ ডেস্ক: জীবনের শেষ সময়ে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে পেলেকে। চরম সেই অসুস্থতার মধ্যেও ব্রাজিলের খেলা থাকলেই টেলিভিশনের সামনে বসে যেতেন এই কিংবদন্তি। অনুজরা ভালো করলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাহবা দিতেন। আর ব্রাজিল ভালো ফল করতে না পারলে সাহস জোগাতেন। নেইমার ভালো পারফর্ম করলে তাঁকে জানাতেন অভিনন্দন। কাতার বিশ্বকাপের সময়ও বেঁচে ছিলেন পেলে। বেশির ভাগ খেলাই দেখেছেন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে। গত বছরের ৯ ডিসেম্বর কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিলকে ছিটকে পড়তে দেখে নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছেন। এর কিছুদিন পর ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পেলে। পেলে মারা যাওয়ার পর আরও ছন্নছাড়া হয়ে গেছে ব্রাজিল দল। বিশ্বকাপের ব্যর্থতা কাঁধে নিয়ে কোচের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিতে। এরপর স্থায়ী কোনো কোচই নিতে পারেনি ব্রাজিল। দল চলছে ভারপ্রাপ্ত কোচ দিয়ে। পেলে মারা যাওয়ার পর খেলা ৯ ম্যাচের ৫টিই হেরেছে ব্রাজিল। বাকি ৪ ম্যাচে ৩টি জয়, একটি ড্র। ব্রাজিল দলের এই অবস্থা দেখে আর চুপ থাকতে পারেননি পেলের ছেলে এদিনিও। ৫৩ বছর বয়সী এদিনিও বলেছেন, ব্রাজিল দলের এই দুরবস্থা দেখলে তাঁর বাবা খুবই কষ্ট পেতেন।'
ব্রাজিল দলের এমন অবস্থা নিয়ে এদিনিও বলেছেন, 'সমস্যা এক রাতে তৈরি হয়নি। সমস্যাগুলো অনেক বড় এবং জটিল। আমরা পতন দেখছি...এখনো আমাদের ভালো খেলোয়াড় আছে। তবে আগে আমাদের খেলোয়াড়দের মান এখনকার চেয়ে বেশি ভালো ছিল।'
পেলের সাত সন্তানের একজন এদিনিও, মায়ের কাছেই বড় হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে পেলে নিউইয়র্ক কসমসে নাম লেখানোর পর এদিনিওর মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যান পেলে। পেলের শেষ সময়ে অবশ্য বাবার কাছেই ছিলেন এদিনিও। সেই সময়েই দেখেছেন, ব্রাজিলের ফুটবলকে কতটা ভালোবাসতেন পেলে। সেই দেখা থেকেই তিনি বলেছেন, 'কোনো সন্দেহ নেই, তিনি (পেলে) যদি এ বছর বেঁচে থাকতেন, (ব্রাজিলের এমন অবস্থা দেখে) অনেক কষ্ট পেতেন।'

বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

সেখ রিয়াজুদ্দিন●বীরভূম

আপনজন ডেস্ক: বছরের শেষ লগ্নে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেইসাথে রয়েছে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ তথা রেজাল্ট বিতরণ,নতুন ক্লাসে ভর্তির প্রক্রিয়াকরণ।সেইরূপ শিক্ষকদের মধ্যেও দেখা গেল এক নতুন উদ্যোগে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা।জানা যায় জেলা ব্যাপী শিক্ষকদের জন্য একদিনের নকআউট ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বুধবার সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের গোবিন্দপুর কবি নজরুল শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় সিউড়ি শহর পূর্ব চক্রের শিক্ষক তাপস বিশ্বাসও সন্দীপ পাঠক জুটি রামপুরহাট মহকুমার উত্তর চক্রের শিক্ষক কাজল চক্রবর্তী ও নীল চ্যাটার্জির জুটি কে পরাজিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিপ্লব ধর, মল্লিকপুর অঞ্চলের প্রধান সুবোধ চন্দ্র দত্ত,স্থানীয় স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি মৃনাল কান্তি সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঘুনাথ মন্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। এক সাক্ষাৎকারে কবি নজরুল শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিপ্লব ধর বলেন যে, এই বছর প্রথম নতুন চিন্তা ভাবনার মধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষকদের নিয়ে এধরনের খেলার আয়োজন করা হয়। জেলার নানা প্রান্তের বিদ্যালয় থেকে ১২ টি দল ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের কয়েকটি দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ছিল না কোনো ফি। জেলায় একপ্রকার সমস্ত বিদ্যালয় কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**